কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ- ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৫ ঃ ৪ আগস্ট - ১০ আগস্ট, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 41, 4 August - 10 August, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** মিড ডে মিল নিয়ে আমাদের সরকারের গর্বের শেষ

নেই। এই দাওয়াই নাকি স্কুল ছুট কমিয়ে দিয়েছে। প্রদীপের নিচে গাঢ় অন্ধকার। গত ৩ বছরে নিম্নমানের মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়েছে ৮৮৭ জন পড়ুয়া। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ প্রতিমন্ত্রী।

**রবিবার :** মহানগর কলকাতা থেকে জেলাশহর। টানা দু একদিনের

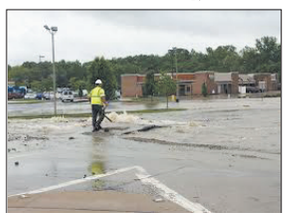

বৃষ্টিতেই জলবন্দী। রাস্তাঘাট ফুটিফাটা। মরণ ফাঁদের দাপটে গাড়ি ঘোড়ার দফারফা। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের বাংলাবাসীও নাজেহাল।

**সোমবার :** দুর্গাপুরে নতুন দ্বারোদ্ঘাটনে এসে আইনজীবীদের

হুটহাট করে কোর্ট বন্ধ করতে নিষেধ করলেন প্রধান বিচারপতি। বললেন এতে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ে, আলোচনাই সমাধানের পথ।

**মঙ্গলবার :** অসমে প্রকাশিত হল বহু আকাঙ্ক্ষিত খসড়া নাগরিক

পঞ্জি। নাম নেই ৪০ লক্ষ মানুষের। শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত তালিকা বেরোবে ডিসেম্বরে। শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

**বুধবার :** বিড়লাপুরে ইউকো ব্যাঙ্কে হ্যাকার হানার পর এবার

খোদ কলকাতায় কানাড়া ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মাথায় হাত। অজান্তে লোপাট হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। বিড়লাপুরের পরেও নির্বিকার প্রশাসন নড়েছে কলকাতার ধাক্কায়।

**বৃহস্পতিবার :** বিবাহ বিচ্ছেদে আর অজুহাত নয় কুষ্ঠরোগ। দত্তক নেওয়াতেও বাধা হবে না এই রোগ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর আইন বদলাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

**শুক্রবার :** শহরের বুকে খালপাড় দখলের রাজনীতি আমদানি করেছে বামেরা। বর্তমান

শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরাও একই পথের পথিক। ফের রব উঠেছে খালপাড় মুক্ত করার। সমাধান দূরঅস্ত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

# ঝাপসা নাগরিকত্ব

**ওঙ্কার মিত্র**

আমার এক আত্মীয় ৯ বছর আগে আমেরিকা গিয়েছেন এক বেসরকারি কোম্পানির চাকরি নিয়ে। ইতিমধ্যেই সেখানে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। কাজেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। বছর তিনেক আগে দেশে এসেছিলেন। তখনও ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন নি। সেখানকার হালচাল জানতে চাইলে বললেন, আমেরিকানরা বিদেশিদের উপরে খুব ক্ষেপে আছে। দামি গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে গেলে বোঝা যায় পথের পাশে ছোটখাট কাজ করা আমেরিকানরা কটমট করে তাকান। তাদের বদ্ধ ধারণা বিদেশিরা এসে তাদের রোজগারে থাবা বসিয়েছে। তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। এই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়েই সেখানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষ কিছু বদলায় নি। কারণ মেধার অভাব পূরণ করতে আমেরিকাকে বাইরে থেকে আউটসোর্সিং করতে হচ্ছে যাকে পোশাকি ভাষায় বলা চলে হিউম্যান রিসোর্স। বিদেশিদের দেশ ছাড়া করলে সেখানে অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। বেঁকে বসবে কোম্পানি গুলি। কারণ সেখানে উচ্চশিক্ষার খরচ এত বেশি যে তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে না সাধারণ মানুষ। তাই আমেরিকানদের মধ্যে মেধার অভাব প্রকট। তাবলে বিদেশিদের নিয়ে আমেরিকানদের সেন্টিমেন্ট ও তাদের অধিকারের প্রশ্ন ফেলে দেওয়ার মতো নয়। রাজনৈতিক চটকদারি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য দেশের মধ্যেই মেধার অভাব পূরণ করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

আটলান্টিকের ওপারের এই চিত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে হবে না। পৃথিবীর সর্বত্রই ভূমিপুত্রদের আবেগ যন্ত্রণা একই রকম। ভারত ও তার রাজ্যগুলিও এর বাইরে নয়। মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে যেদিন পৃথিবীর মাটিকে সীমান্তে খণ্ডিত করেছে সেদিন মানুষ বিশ্ব পরিচয়ের সত্ত্বা ছেড়ে গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে। একই ভূমিতে জন্ম নিয়েও সমগ্র পৃথিবীর সম্পদের অধিকার হারিয়েছে। পরিচয় আবদ্ধ হয়েছে খণ্ডিত নাগরিকত্বে। এত কিছু হারিয়ে জন্মসূত্রে বংশ পরম্পরায় অর্জিত নাগরিকত্বে কেউ থাবা বসালে ক্ষোভ-বিক্ষোভ স্বাভাবিক। সীমান্ত রাজ্য অসমে দিনের পর দিন প্রতিবেশি দেশ ও রাজ্য থেকে অবাধে মানুষ প্রবেশ করার পরে যখনই প্রকৃত অসমীয়াদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তখনই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

## গোয়েন্দা সূত্রের খবর

# রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ অস্ত্র কারখানা গজিয়ে উঠেছে

**কুনাল মালিক**

সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে, এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গোপনে অবৈধ বন্দুক, ম্যাগাজিন, ওয়ান শাটার রিভলবার তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এমন কি বাইরে থেকে কার্তুজের খোল এনে গুলি বা 'দানা' তৈরি হচ্ছে। সূত্রের খবর বিহার থেকে সড়ক কিংবা ট্রেন পথে রেডিমেড অস্ত্রশস্ত্রও এ রাজ্যে ঢুকছে। রাজ্যের কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় সেই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ হচ্ছে 'সিন্ডিকেট' চক্রের মাধ্যমে। এমন কি এ রাজ্য থেকে বিভিন্ন অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রতিবেশি বাংলাদেশেরও মোটা টাকার 'ডিলে' পাচারকারীরা বড় সড় ব্যবসা চালাচ্ছে। সূত্রের খবর ৩-৫ হাজার টাকা ফেললেই ওয়ান শাটার পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি গোয়েন্দা দফতর এই অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ চক্রের বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছে। কলকাতা পুলিশ ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে মূল পাণ্ডার হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা-মেটিয়াব্রুজ ও বন্দর এলাকায় গোয়েন্দারা নজরদারি শুরু করেছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন লাগোয়া নদীপথে গোয়েন্দা দফতর নজরদারি বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সতর্ক করেছে। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া জেলার সীমান্ত এলাকাতেও নজরদারি শুরু হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, পুজোর আগেই বেআইনি অস্ত্র ভাণ্ডারের সন্ধানে পুলিশ জোরদার অভিযানে নামছে।

# উত্তরবঙ্গে উদ্ধার মাদক, ধৃত ৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গোয়েন্দাদের আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের রানিডাঙা সশস্ত্র সীমা বল প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। গত ৩ আগস্ট নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো ও সশস্ত্র সীমা বলের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ল ৩.২ কিলো চড়স। হাতেনাতে ধরা হয় নেপালি নাগরিক গণেশ তামাং এবং কালিম্পঙের দুধঘাট অঞ্চলের বাসিন্দা লুকা শেরপাকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪টি ডেবিট কার্ড, ৩টি মোবাইল ফোন, ভারতীয় ১০৪৫০ টাকা, ৪১৫ টাকা নেপালি নোট এবং ১৫ টাকার ভুটানি নোট। জেরায় জানা গিয়েছে এই চড়স নেপাল থেকে শিলিগুড়ি হয়ে পৌঁছবার কথা ছিল কলকাতায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি বড় দল।

অন্য আর একটি অভিযানে শিলিগুড়ির ফালাকাটা থেকে ধরা হয় ৩২২ কেজি গাঁজা ও একটি বোলেরো পিকাপ ভ্যান। ধরা হয় নরেন দত্ত ও নামাল শইকিয়া নামে দুই অসমীয়াকে। জানা গিয়েছে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা আসছিল মণিপুরের সেনাপতি জেলা থেকে যা হস্তান্তর হওয়ার কথা শিলিগুড়িতে।

# মাংসের দোকানে নজরদারি নেই, স্বীকার মেয়র পারিষদের

**বরুণ মণ্ডল :** কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের খাদ্য সুরক্ষা অফিসারের অনুমোদিত পদ ৩০টি। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১৩ জন 'খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক' কর্মরত রয়েছেন। বাকি পদ ফাঁকা অবস্থায় দীর্ঘ দিন যাবৎ পড়ে রয়েছে। সেজন্যই নিয়মিত কলকাতার হগ মার্কেট বা লেক মার্কেটের মতো বড়ো বড়ো বাজারগুলি নজরদারি করা সম্ভব হয় না। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের বক্তব্য, এজন্যই কলকাতার বিভিন্ন বাজারে প্রকাশ্যে পাঁঠার মাংস কেটে ঝুলিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এগুলি দেখে ছোটো ছোটো শিশুদের মনের মধ্যে যে আতঙ্কের সঞ্চার ঘটছে, তা রোধে কলকাতা পুরসংস্থা বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কলকাতা পুরসংস্থার বিজেপি দলের লিডার মীনা দেবী পুরোহিতের প্রশ্ন, কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় পাঁঠার মাংস কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয় প্রকাশ্যে। খোলা রাস্তায় মুরগির মাংস কেটে বিক্রি করা হয়। এক্ষেত্রে মশা মাছি পশুপাখির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। মাংস ঢাকা দিয়ে বিক্রি করার কোনও বন্দোবস্ত করা যায় কী? পুর স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে খাসি বা পাঁঠার মাংস বিক্রির দোকানে রঙিন বা কালো কাঁচের আড়ালে মাংস বিক্রি করার কথা বহুবার সচেতন করা হয়েছে। এবং বর্তমানে এই পুরবোর্ড ক্ষমতায় আসার পর প্রায়শই কলকাতার প্রধান প্রধান বাজার গুলিতে এ বিষয়ে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

# ব্যাঙ্ক হ্যাকিং

## তৎপরতা কলকাতায় অন্ধকারে জেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা মহানগরে সম্প্রতি পাঞ্জাব ন্যাশনাল এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে বেশ কয়েকজন গ্রাহকের প্রায় ১৮-২০ লক্ষ টাকা হ্যাকাররা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই ঘটনায় কলকাতার সিআইডি দফতর তৎপর হয়ে উঠেছে। সিআইডির অধিকর্তা প্রবীণ ত্রিপাঠী ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের ডেকে দশ দিনের মধ্যে প্রতারিত গ্রাহকদের টাকা ফিরিয়ে দিতে বলেছেন।

অথচ সপ্তাহ দুয়েক আগে দক্ষিণ শহরতলির বিড়লাপুরের ইউকো ব্যাঙ্কে এটিএম কাউন্টার থেকে শতাধিক মানুষ হ্যাকারদের শিকার হয়ে প্রতারিত হয়েছে, সে বিষয়ে নিয়ে আলিপুর বার্তায় সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় ২ মাস হতে চলল ওই ব্যাঙ্কের প্রতারিত গ্রাহকদের টাকা ফিরিয়ে দিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিংবা জেলা সিআইডি কিংবা পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় এলাকার গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ। গত শুক্রবার বিড়লাপুরে ইউকো ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারের সামনে গিয়ে দেখলাম, কোনও নিরাপত্তা রক্ষী নেই। ব্যাঙ্কে ঢুকে ম্যানেজার সুশীল বেরা'র সঙ্গে দেখা করি। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, প্রতারিত গ্রাহকরা কবে টাকা ফেরত পাবেন? এটিএম কাউন্টারে কোনও নিরাপত্তা কর্মী নেই কেন?

ম্যানেজার সুশীল বাবু জানান, কলকাতায় জোনাল ম্যানেজারকে বিষয়গুলো জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখছে। নিরাপত্তা কর্মী প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের স্টাফ কম, নিরাপত্তা কর্মী নেই। কথা বলতে বলতে মধ্যবয়স্ক মায়াপুরের বাসিন্দা পাঁচুগোপাল মেটে নামে এক ব্যক্তি হাতে একটি আবেদনপত্র নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢোকেন। তিনি জানান, গত ৪/৬/১৮ তারিখে তিনি ২০০০ টাকা তুলেছিলেন। এরপর পাঁচের পাতায়

# জমি জালিয়াতিতে জেরবার বাসন্তী

**অকারণ মুখোপাধ্যায় ঃ** সাধারণ মানুষের জমি-জমা রক্ষা করতে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। অভিযোগ শতবার চেষ্টা করেও হচ্ছে না জমির রেকর্ড, নামপত্তন, তবে হচ্ছে কেবল মাত্র দালালরাজের জালিয়াতি। এইসব দালাল চক্রের জন্য সাধারণ নিরুপায় বড়ই অসহায়। দলিল আছে। অথচ রেকর্ড হচ্ছে না,আবার একজনের রেকর্ড অন্যজনের নামে হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে নানান কাগজপত্র চেয়ে হেনস্থা চলে। এত সব স্বচক্ষে দেখেও বাসন্তীর বিএলআরও নির্বিকার। চলছে সাধারণ মানুষের হয়রানির লীলাখেলা।

বহুদিন পর রাজ্য সরকার নতুন নতুন আইন এনেছে। কৃষি জমিতে শতকে ১টাকা,বর্তমানে নতুন আইনে তা বেড়ে হয়েছে ৪০টাকা এবং একর পিছু ৪০০০ টাকা। অকৃষি,অবাণিজ্যিক অর্থাৎ বাস্তু বাগানের শতক পিছু ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা হয়েছে। বাণিজ্যিক বা শিল্পের জন্য শতকে ২০ টাকার পরিবর্তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০টাকা(দশ শতক পর্যন্ত)। এমনকি রাজস্ব ফি বাড়ানোর জন্য সাধারণ অসহায় মানুষ যেমন সংকটে পড়েছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার খাজনা মুকুব করে। এই গগনচুম্বী ডিসিআর(ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট বুক) বাড়িয়েছে ,যার ফলে রেকর্ড বা নামপত্তন কিংবা জমির চরিত্র বদল করতে গেলে সমস্ত খাজনা ও ডিসিআর কাটতে হয়। এছাড়াও ব্যাঙ্ক চালানে টাকা জমা করে আবেদন পত্র দিতে হয় বিএলআরও অফিসে।

এরপর শুরু হয় ভুতুড়ে খেলা যা চলে দীর্ঘকাল। সেটা করে বিএলআরও এবং মুহুরীরা। আবার এরা দেয় পার্টি এবং উভয় পার্টি কে রেকর্ড এবং অন্যান্য কাজ ও নামপত্তনের নোটিশ। এরপর নির্দিষ্ট তারিখে হিয়ারিং হয়। যে পার্টির মুহুরী এবং বিএলআরও-কে ধরবে তার কাজ ততই গুরুত্ব সহকারে তাড়াতাড়ি হবে। কারণ এতে করে মুহুরী ও অফিসারদের বাড়ত উপরি আয়। আবার যেসব ব্যাক্তি এমন ভাবে কাজ না করবেন তাদের কপালে ভোগান্তির কোনও শেষ থাকবে না। ঠিক এমন ভাবে সাধারণ মানুষ কে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এমনই হয়রানির শিকার হয়েছেন বাসন্তী ব্লকের ভরতগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের সরদার পরিবারের সদস্যরা। পিতার নামের সম্পত্তি ওয়ারিশগণদের মধ্যে নামপত্তনের জন্য আপত্তিকারী হিসাবে পরিবারকে গত ৮ জুলাই একটি নোটিশ দেন বিএলআরও। মুহুরীর মাধ্যমে ১১ জুলাই বিএলআরও অফিসে হাজির হওয়ার জন্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এমন বিষয় সরদার পরিবারের নুরুল ইসলাম সরদার কোনও আপত্তি জানাননি বিএলআরও কে। উল্লেখ্য, নোটিশে আরও কোনও স্বাক্ষর নেই এবং নুরুল ইসলাম সরদারের সই নকল করে নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগ এই সই নকলের ব্যাপার নুরুল ইসলাম সরদার বিএলআরও এবং মুহুরী কে জিজ্ঞাসা করলে একে অপরের নামে দোষারপ করে। এখানেও জালিয়াতির শেষ নয়। মৃত ব্যাক্তির ডেথ সার্টিফিকেট ও গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের সই নকল। আর এতসব মিথ্যার উপর নির্ভর করে বাসন্তী বিএলআরও তে চলছে সমস্ত কাজকর্ম। এমন সব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখে নুরুল ইসলাম সরদার বিএলআরও, মুহুরী এবং নকল ডেথ সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ২২জুলাই।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দুর্দশার কথা ভেবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ফলে জালিয়াতি কারবারের রমরমা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে বাসন্তী ব্লকের বিএলআরও শঙ্কর পাঁজা কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এমন ধরনের কোন বিষয় তার জানা নেই তবে অভিযোগ পেলেই খতিয়ে দেখবো।

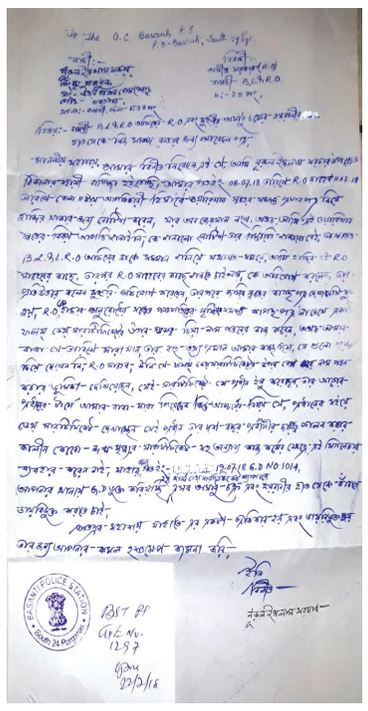

# দুর্যোগে একাধিক ট্রলারডুবি, আতঙ্ক মৎস্যজীবী পরিবারে

**মেহেবুব গাজী**

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলের কাছেই ডুবে গেল ১টি ট্রলার। ঘটনাটি ঘটেছে, মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ লুথিয়ান দ্বীপের কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আবহাওয়া অনুকূল থাকায় কাকদ্বীপ মহকুমার বহু ট্রলার ২-৩ দিন আগে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল মাছের সন্ধানে। কিন্তু হঠাৎই এদিন বিকেল থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ থেকে নিজেদের বাঁচাতে, এদিন রাতেই সব মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে উপকূলের কাছাকাছি ফিরে আসে। তবে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ থেকে বাঁচতে পারল না ১টি ট্রলার। উপকূলের কাছাকাছি ট্রলারটি ডুবে যায়। ৮ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ১ জন নিখোঁজ আছে। ভেঙে যাওয়া এফবি পারমিতা ট্রলারটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এখনও বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

চলতি মরসুমে তিনবার ট্রলারডুবি আমাদের রীতিমতো নাড়িয়েছে। স্মৃতিচারণ হয়েছে। মোট ৩৭ জন মৎসজীবী নিখোঁজ হয়। এর মধ্যে ২৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও ৯ জনের দেহ নিখোঁজ। কিন্তু কেন বারে বারে এই মাঝ সমুদ্রে ট্রলার উলটে যাওয়ার ঘটনা হচ্ছে। এর আগে ডালহৌসি দ্বীপ এবং কেঁদো দ্বীপের কাছাকাছি ট্রলার উলটে যাওয়ার ঘটনা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, যে শুধু আবহাওয়ার পরিবর্তন নয়, মৎস্যজীবীদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব দেখা দিচ্ছে। লাইফ জ্যাকেট না ব্যবহার করা, এমনকি অনেক সময় ব্যান্ড পিরিয়ড থাকা অবস্থায়

মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে পরিবারে হাহাকার –নিজস্ব চিত্র

ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া। উল্লেখ্য, গত জুন মাসে এরকম ঘটনা ঘটে, সেখানে ১০ জন নিখোঁজ ছিল, ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি অভিযোগ উঠে আসছে মৎসজীবীদের পক্ষ থেকে, সঠিক সময়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় আবহাওয়া, সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া কোনটাই খবর ঠিক পায়না। তবে বারবার এরকম ঘটনাতে প্রশাসন অনেকটাই চাপে পড়েছে। কেন এরকম ঘটনা, এ নিয়ে জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও মৎস্য অধিকর্তা ও কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি ও কোস্ট গার্ড মিলিত ভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে।

তবে এসমস্ত ঘটনার বিবরণ আমাদের কাছে নাড়া দিয়ে ওঠে মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারের আর্তনাদে। স্বজন হারানোরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কাকদ্বীপ হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ দেখে শনাক্তকরণ চলছে পরিবারদের। কেউ স্বামী কেউ বা বড় দাদা আবার কেউ বা পরিবারের রোজগেরে বাবা। শুধু হাসপাতাল নয়, গোটা কাকদ্বীপবাসীর হৃদয়ে স্বজন হারানো কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক মৃত মৎস্যজীবী পরিবার জানিয়ে দিয়েছে, ট্রলার নাইবে না তারা। শ্রমিকের কাজ করে কর্মজীবন চালাবে। এভাবে মরসুমের শুরুতে যদি মাঝ সমুদ্রে ট্রলার উল্টে গিয়ে মারা যায় মৎস্যজীবীরা তাহলে কি আদৌ মাছে ভাতে বাঙালি ইলিশ বা অন্যসমস্ত সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নিতে পারবে। অপেক্ষা এখন সেটাই দেখার।

রাজ্যের সহ মৎস্য অধিকর্তা সুরজিৎ বাগ বলেন, ট্রলার ডুবিতে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু ঠেকাতে কাকদ্বীপ ও সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে আরও সচেতনতা শিবির করা হবে। যাতে তারা আবহাওয়া ও নিজেদের সম্পর্কে সচেতনতা হতে পারেন। তিনি আরও জানান, ব্লকের মৎস্য দফতরে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে যাতে ট্রলার ছাড়ার আগে মৎস্যজীবীদের লাইসেন্স এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম পরীক্ষা করার জন্য। এরফলে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু রোধ করা যাবে বলে তাঁর আশা। মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি বিজন মাইতি বলেন, মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ সুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে তাঁরা আবেদন জানাবেন।

## সিমপার্ক

আলিপুর বার্তার খবরের জের। পুজোর আগেই খুলতে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হ য়ে থাকা নিউমার্কেটের পার্কিং প্লাজা সিমপার্ক। ছয়ের পাতায়

## কৃত্তিম মূল্যবৃদ্ধি

বর্ষাকে সামনে রেখে কৃত্তিম মূল্যবৃদ্ধি আনাজের। উত্তর ২৪ পরগনার মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণার আখ্যান। ছয়ের পাতায়

## পারের বালাই

গোসাবা, কচুখালি, কুমিরমারি, লাহিড়িপুর ও আর টি নগর গ্রামপঞ্চায়েতের ১০টি ফেরি ঘাটের কথা। তিনের পাতায়

## চির কিশোর

গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে মজার মানুষ কিশোর কুমার। সাতের পাতায়

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 41, 4 August - 10 August, 2018

# জুলাইতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, উচ্চতায় নিফটি–সেনসেক্স

**পার্থসারথি গুহ**

ভারতের স্থানীয় ট্রেডাররা তথা ডোমেস্টিকরা তো কবজি ডুবিয়ে কিনে বিভিন্ন খারাপ সময় ভারতের বাজারকে রক্ষা করেছে। আসলে সারা পৃথিবীতে এই সময়কালে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধির নিরিখে দারুণ ভালো জায়গায় অবস্থান করছে ভারত। সুতরাং এই দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে ব্যস্ত বিদেশিরা। সাম্প্রতিক অতীতে বাজার যখন নিচে এসেছে, ৯ হাজারের ধাপ পেরিয়ে নিফটি আবার গোত্তা খেয়ে চলে এসেছে ৭ হাজারেরও নিচে তখন ভারতীয় লগ্নিকারী বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি ঠেকিয়েছে এই ক্রম উত্থান। আগামীদিনে এই গতিপথ ওপরের দিকে থাকবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। তবে সাময়িকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে কারেকশন হতেই পারে। সেই হিসাব ধরলে এখন নিফটির সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টের কথা যদি বলা হয় তবে তা হল ১০ হাজার। যদিও পুরোপুরি ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট লাইন হচ্ছে সাড়ে ৯ হাজার কিংবা তার একটু নিচে গিয়ে ৯ হাজার।

মনে রাখা জরুরি ভারতের শেয়ার বাজার ২০১৪–র ম্যাজিক উত্থানের পর ২০১৫–র দোরগোড়া থেকে আসতে আসতে পড়তে শুরু করে। কেন সেই পতন? তার আগে দেখে নিতে হবে এর দু বছর আগে থেকে ৫২০০–র নিফটি বাড়তে বাড়তে ৯২০০ তে পৌঁছায়। তাতে ভরপুর ভূমিকা ছিল নরেন্দ্র মোদির রাজকীয় আবির্ভাবের। আর এই যে চার হাজার পয়েন্ট বাড়া তার তো একটা কারেকশন চাই নাকি? না হলে তো শেয়ার বাজারের গতিপথ ঠিকভাবে প্রভাবিত হবে না। সেই ধারাটা ঠিক করতেই যে সংশোধনী শুরু হয় তা ছিল সময়ভিত্তিক কারেকশন। সেই কারেকশন প্রায় বছর খানেকের

**অর্থনীতি**

অধিক চলার পর এই ২০১৬–র ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রণেভঙ্গ দেয় বেয়াররা। বাজার ফের চলে আসে বুলেদের দখলে। সেই ষাঁড়েদের দাপটেই আপাতত ভারতীয় শেয়ার বাজার ২০১৮–এর জুলাইয়ের শেষ লগ্নে ছাপিয়ে গিয়েছে তার আগের উচ্চতা, ১১ হাজারেরও অনেক ওপরে এখন নিফটির অবস্থান। মাত্র ৫–৬ মাসের মধ্যে ফিরে পেয়েছে তার হারানো অংশের একটা বড় জায়গা। সেই মতো নিফটি বর্তমানে অবস্থান করছে ১১,৩০০–র ওপরে।অন্তত এই লেখা তৈরির সময়ে নিফটি চেষ্টা করছে ১১,৪০০–র পাঁচিল অতিক্রম করতে। হয়তো পারবেও। কিন্তু আপাতভাবে সাড়ে ১০ থেকে প্রায় এক হাজার পয়েন্ট মাত্র মাস খানেকে অতিক্রম করার পর হয়তো বা একটু বিশ্রামে যেতে পারে এই বৃহত্তম ভারতীয় সূচকটি। সেক্ষেত্রে নিচের দিকে ওই ১১ হাজারের খানিকটা নিচে কিছুদিনের জন্য কনসোলিডেশন ফেজে চলে যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেনসেক্সও।

ব্রিটেন বা ইউরোপের মতো মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। ২–৩ আগে বছর ভারত শুধু নয় গোটা দুনিয়ার অর্থনীতির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে গ্রিসের সঙ্কট। ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সাফ কথা, আগে সংস্কারের পথ নাও। তবে যাবতীয় অর্থ সাহায্য করা যাবে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার। মনে রাখা দরকার ২০০৮ সালে মার্কিন মুলুকে ড্যারেন লেম্যানের ধসের পর সারা দুনিয়ার অর্থ বাজারে যে থরহরিকম্প হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল ভারতেও।

আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৪ আগস্ট – ১০ আগস্ট, ২০১৮**

**মেষ :** মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

**বৃষ :** গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

**মিথুন :** ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

**কর্কট :** আথির্ক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

**সিংহ :** লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

**কন্যা :** উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

**তুলা :** মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

**বৃশ্চিক :** আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

**ধনু :** যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

**মকর :** সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

**কুম্ভ :** সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

**মীন :** অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গে এয়ারফোর্সে এয়ারম্যান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে–কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছু এয়ারম্যান নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত তরুণরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। র‍্যালি আয়োজিত হবে উত্তর ২৪ পরগনার বরাকপুর, এয়ারফোর্স স্টেশনে। 'ওয়াই' গ্রুপের অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান ও এয়ারফোর্স পুলিশ ট্রেডে। র‍্যালি শুরু হবে ২৫ সেপ্টেম্বর চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের এইসব জেলার তরুণরা : উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ইংরেজি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

প্রার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের কোনও বোর্ড থেকে পাশ করে থাকলে এবং উচ্চমাধ্যামিকের সার্টিফিকেট বা মার্কশিটে উল্লিখিত কোনও জেলার নামের উল্লেখ না থাকলে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।যেসব প্রার্থী দেশের মধ্যেকার অন্য কোনও বোর্ড থেকে পাশ করেছেন তাঁদেরও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে প্রার্থী যে জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এসডিএম বা তহশিলদার পদমর্যাদার কারুর অফিস থেকে।

বিমানবাহিনীর কর্মরত বা প্রাক্তন বা মৃত অফিসার বা এয়ারম্যান অথবা ইউনিট ক্যাডার সিভিলিয়ানদের ছেলেদের ক্ষেত্রে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে তাঁদের 'সন অব এয়ারফোর্স পার্সোনেল সার্টিফিকেট' দাখিল করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের উল্লিখিত জেলাগুলির কোনও একটি বাসিন্দা হতে হবে।

জন্মতারিখ : ১৪–৭–১১৯৮ থেকে ২৬–৬–২০০২–এর মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : অটোমোবাইল টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স (পুলিশ)–এর ক্ষেত্রে ১৭৫ সেমি। অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান ট্রেডের ক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৯৯ সেমি।

দৃষ্টিশক্তি : অটোমোবাইল টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে প্রতি চোখে ৬/১২, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স (পুলিশ)–এর ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬। অটোমোবাইল টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে হাইপারমেট্রেপিয়া +২.০, মায়োপিয়া–১ ডি (অস্টিগম্যাটিজম +০.৫)–এর মধ্যে থাকতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা উভয়ক্ষেত্রেই সিপি–টু মানের হতে হবে। উভয়ক্ষেত্রেই ৫ সেমি সম্প্রসারণযোগ্য বুকের ছাতি ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও দু'পর্যায়ের অ্যাডাপ্পেবিলিটি টেস্ট এবং মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় থাকবে সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। সেই সঙ্গে থাকবে ১০টি পুশ আপ, ১০টি সিট আপ ও ২০টি স্কোয়াট (ওঠবোস)

লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ক অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ৪৫ মিনিটের পরীক্ষা। সিবিএসই সিলেবাস অনুসারে ইংরেজির প্রশ্ন হবে। পরীক্ষার দিনই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় সফলদের প্রথম পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে প্রার্থীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না, তা এই পর্বে খতিয়ে দেখা হবে। প্রথম পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্টে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট নেওয়া হবে। কঠোর নিয়মকানুন সম্বলিত মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে প্রার্থী কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, তা এই পর্বে খতিয়ে দেখা হবে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। প্রথমে কর্নাটকের বেলাগাভি বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে জয়েন্ট বেসিক ফেজ ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন মাসে ১৪,৬০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফল ট্রেনিং শেষে শুরুতে মোট বেতন ২৬,৯০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। র‍্যালির সূচি : কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার উভয় ট্রেডের প্রার্থীদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা ২৫ সেপ্টেম্বর এবং দুই পর্বের অ্যাডাপ্টেবিলিটি ২৬ সেপ্টেম্বর। উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুই ট্রেডের প্রার্থীদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা ২৮ সেপ্টেম্বর এবং দুই পর্বের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট ২৯ সেপ্টেম্বর। ২৭ ও ৩০ সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ডে।

র‍্যালি আয়োজিত হবে এই ঠিকানায় : ৪ এয়ারম্যান সিলেকশন সেন্টার (পলতা গেটের নিকটে), এয়ারফোর্স স্টেশন, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা – ৭৪৩ ১২২ (পশ্চিমবঙ্গ)। নির্দিষ্ট দিন সকাল ৬টায় র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। সকাল ১০টার পরে আর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০ এপ্রিল। বারাকপুরের এয়ারম্যান সিলেকশন সেন্টারে নির্বাচিতদের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটেও : www.airmenselection.cdac.in

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায়। ফোন : (০৩৩)২৫৯২–১২৫১, এক্সটেনশন ৬৩৯১। ই–মেল : co.4asc-wb@gov.in

র‍্যালিতে সঙ্গে রাখবেন

- ৭ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। কালো স্লেটের ওপর সাদা চকের প্রার্থীর নাম ও ফটো তোলার তারিখ লিখে স্লেটটি বুকের কাছে ধরে ছবি তুলতে হবে। অগস্টের আগে তোলা ফটো চলবে না।
- বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের চারটি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, এনসিসি সার্টিফিকেটের (থাকলে) মূল কপি ও তার চার কপি স্বপ্রত্যায়িত নকল।

## ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে

# ৪৯২ সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

**কাজের খবর**

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি) পদে ৪৯২ জন কর্মী নেবে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। এটি কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ করা হবে সংস্থার বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ও এস্টাবলিশমেন্টে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CEPTAM-09/STA-B.

বিষয় অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড ০১১৬ : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : ১৪০টি (সাধারণ ৬৬, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি ৩৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রোডাকশন বা অটোমোবাইল বা রেফ্রিজারেশন বা এয়ার কন্ডিশনিং বা মেইন্টেন্যান্সে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১১১ : ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন/ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং : ১০০টি (সাধারণ ৫৬, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৬)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি বা তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০৭ : কম্পিউটার সায়েন্স : ৭৯টি (সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজি বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বিএসসি বা তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০৯ : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : ৩৫টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০১ : এগ্রিকালচার : ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে বিএসসি।

ইঞ্জিনিয়ারিং : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০৩ : বটানি : ৩টি (সাধারণ ১, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বটানিতে বিএসসি। জুলজি, বটানি ও কেমিস্ট্রি–সহ বিএসসি প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট কোড ০১০৪ : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : ১৩টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০৫ : কেমিস্ট্রি : ২৪টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিস্ট্রি বা কেমিক্যাল সায়েন্সে বিএসসি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স বা জুলজি, বটানি ও কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি–সহ বিএসসি প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট কোড ০১০৬ : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং : ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১০৮ : ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং : ১৬টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১১০ : ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশনে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১১২ : জিওলজি : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : জিওলজিতে বিএসসি।

পোস্ট কোড ০১১৩ : ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা বা বিএসসি ডিগ্রি।

পোস্ট কোড ০১১৪ : লাইব্রেরি সায়েন্স : ১১টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি, সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সে অন্তত এক বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১১৫ : ম্যাথমেটিক্স : ৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স সহ বিএসসি প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট কোড ০১১৭ : মেটালার্জি : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০১১৯ : ফিজিক্স : ১৬টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্সে বিএসসি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স বা বায়োলজি সহ বিএসসি প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট কোড ০১২০ : সাইকোলজি : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাইকোলজিতে বিএসসি।

পোস্ট কোড ০১২১ : জুলজি : ৫টি (সাধারণ ২, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : জুলজি বা লাইফ সায়েন্সে বিএসসি। জুলজি, বটানি, কেমিস্ট্রি সহ বিএসসি প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদের মধ্যে ২০টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : ২৯–৮–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল–৬ অনুযায়ী।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের (টিয়ার–১ ও টিয়ার–টু) কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। টিয়ার–১ পরীক্ষাটি শুধুমাত্র একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরা টিয়ার–টু পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। টিয়ার–১ পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি/অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংরেজি এবং জেনারেল সায়েন্স। সময়সীমা ২ ঘন্টা। টিয়ার–টু পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সময়সীমা ৯০ মিনিট। উভয় ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

টিয়ার–১ পরীক্ষা নেওয়া হবে এ রাজ্যের কলকাতা ও শিলিগুড়ি কেন্দ্রে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.drdo.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করা যাবে ৪ অগস্ট থেকে ২৯ অগস্ট পর্যন্ত। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর পাওয়া ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্পলাইন নম্বরে : (০১১)২৩৮৮–২৩২৩।

অনলাইন দরখাস্তের সময় আপলোড করবেন

- প্রার্থীর রঙিন ফটো ও সই। ফটোটি ৩০ দিনের বেশি পুরনো হলে চলবে না।
- প্রার্থীর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র।
- কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্র (আধার বা প্যান বা পাসপোর্ট বা ভোটার আই ডি)।

## শব্দবার্তা ৯০




**শুভজ্যোতি রায়**

**পাশাপাশি**

১। লুকিয়ে থাকার গোপন বা সংকীর্ণ স্থান ৩। অন্ধকার ৫। এর দ্বারা—নদী ইত্যাদির জল নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৬। রসনা বা আস্বাদ সম্বন্ধীয় ৮। বড় কাটারি ১০। দেবী সরস্বতী ১২। জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ১৩। লক্ষের চেয়েও বেশি।

**উপর–নীচ**

১। ইতস্তত বেড়ানো ২। পদ্ম ৩। এটা দেখেই বোঝা যায় ইনি বৈষ্ণব ৪। হাউই ৭। নদী–লালিত, নদী হেতু উর্বর ৯। অত্যন্তহিংস্র ১০। পাচক ১১। 'নেশার– চোখে দিয়েছি'।

**সমাধান : শব্দবার্তা ৮৯**

**পাশাপাশি :** ১। বাইল ৩। আলিপুর ৫। হলুদ ৬। তমদ্দুন ৮। খোলস ১০। কদম ১২। সহায়তা ১৪। পরিখা ১৬। পরবাস ১৭। তামাশা।

**উপর–নীচ :** ১। বারমুখো ২। লহ ৩। আদত ৪। রন্ধন ৭। মল্লিক ৯। সময় ১১। মহানিশা ১২। সমীপ ১৩। তাপস ১৫। খাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের
জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

**কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা**

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

# বৃদ্ধার পায়ে শতাধিক পোকা বাঁচালেন গ্রামীণ চিকিৎসক

**সুভাষ দাশ, ক্যানিং :** বছর ৬০ এর এক বৃদ্ধের পা থেকে বেরিয়ে এল শতাধিকের উপর জীবন্ত পোকা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার ৭ নং মেরিগঞ্জ এলাকায়।

গত ৬ জুলাই বাথরুমের মধ্যে পড়ে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় পায়ে মারাত্মক ভাবে চোট লাগে বৃদ্ধ সোরাব মণ্ডলের। ৭নং মেরিগঞ্জের বাসিন্দা সোরাব মণ্ডল গুরুতর জখম হয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলে তাকে কোনও রকমে চিকিৎসা করান চিকিৎসকরা। এবং দীর্ঘ এক সপ্তাহে হাসপাতালের চিকিৎসায় কোনওরূপ পরিবর্তন না পেয়ে সোরাব মন্ডলের পায়ে পচন ধরে একাধিক পোকার জন্ম হয় বলে অভিযোগ সোরাব মণ্ডলের। অবশেষে ১৮ জুলাই ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজারের এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে যান চিকিৎসা করাতে। গ্রামীণ চিকিৎসকের হাতযশের ফলেই প্রায় চারঘন্টার অপারেশনের চেষ্টায় ওই বৃদ্ধের পায়ে থেকে একে একে বেরিয়ে এল শতাধিকের ও বেশি জীবন্ত পোকা।

পাকা বের করার পাশাপাশি প্রতিদিন ড্রেসিংও করান ওই গ্রামীণ চিকিৎসক। পরপর তিনদিন পোকা বের হলেও পরবর্তী সময়ে ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাওয়ায় পোকা আর জন্মায়নি। গ্রামীণ চিকিৎসকের চিকিৎসায় স্বস্তি পেয়ে মুখে হাসি ফুটেছে বৃদ্ধ সোরাব মন্ডলের।আর প্রশ্ন উঠছে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে।

# সাপের কামড়ে ছাত্রীর মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** সাপের কামড়ানো স্কুল ছাত্রীকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে একের পর এক ওঝা গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়ার ফলে অবশেষে মৃত্যু হল ওই স্কুল ছাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার গরাণকাঠি গ্রামে। মৃতার নাম মমতাজ মন্ডল(১৪)।সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে সাপে কামড়ায়। বুঝতে না পেরে গুরুত্ব না দিয়ে স্কুলে চলে যায় মমতাজ। সোমবার দুপুরে স্কুলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে স্কুলের শিক্ষক ও তার সহপাঠীরা তাকে বাড়িতে দিয়ে যায়। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে গিয়ে দু দুবার নিয়ে যায় গুণিনের কাছে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ চলে গুনীনের ঝাড় ফুঁক। সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে সুস্থ করার জন্য গুণিন তাবিজ, কবজ, মাদুলিও দেয়। কিন্তু কোনও কিছুতেই সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে ওই ছাত্রী। অবস্থা বেগতিক দেখে সোমবার রাতেই তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার পরিবারের লোকেরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই স্কুলে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পর হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পেটে ও বুকে শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হওয়ায় তার সহপাঠী ও স্কুলের শিক্ষকরা মিলে মমতাজকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। তখনই পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারেন তাকে সাপে কামড়েছে। অসুস্থ অবস্থায় মেয়ে বাড়ি ফিরলে তাকে চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক গুণিনের কাছে প্রথমে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ঝাড় ফুঁক,তুকতাক করা হয়। তাবিজ–কবজও দেওয়া হয়। কিন্তু মমতাজের কোনওরকম শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা এলাকায় আরও এক গুণিনের কাছে। সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ চলে গুনিণের বুজরুকি। কিন্তু কোনওরকম ভাবেই ওই কিশোরী সুস্থ হয়নি। উল্টে যত সময় যেতে থাকে ততই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে সে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ মমতাজকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সাপে কামড়ানোর পরেই যদি তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হতো তাহলে ওই ছাত্রীকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যেত। হয়তো তার প্রাণ বাঁচানোও সম্ভব হতো। অত্যাধুনিক এই যুগে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন যে এখনো কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন তার আরও একবার প্রমাণ মিলল এই কুলতলির ঘটনায়।

# সম্পত্তির জন্য প্রহৃত মা

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** হাইকোর্টের আইন থাকা সত্ত্বেও বাবা মার বাড়িতে থেকে কোনো রকম অত্যচার করতে পারে না ছেলে। তাও কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে গুণধর ছেলে ও তার বৌ দুজনে মিলে মা'কে বেধড়ক মার মারলো সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য। সোনারপুরের মিশন পল্লীর বাসিন্দা অর্চনা কোলে। স্বামী মারা যাওয়ার পর তার ছেলে প্রসেনজিৎ কোলে ও বৌ শম্পা কে নিয়ে থাকতেন বৃদ্ধা। প্রসেনজিৎ–এর বাবার মৃত্যু পর প্রসেনজিৎ মা অর্চনাকে রোজ চাপ দিচ্ছিল বাড়িটা তার নামে লিখিয়ে দিতে। কিন্তু মা রাজি হননি। মা পুত্রকে বলেছিলেন যে আমি মারা যাবার পর এমনিতেই তুমি পাবে। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকবো বাড়ি আমার নামেই থাকবে। এরমধ্যে শম্পা নামে এক বিবাহিত মহিলাকে বিয়ে করেন প্রসেনজিৎ। এরপর দুজনে মিলে শুরু করে মায়ের উপর অত্যাচার ও রোজ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। এই সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে। বেশিদিন অত্যাচার চলতে থাকলে আর না পেরে বৃদ্ধা নবদ্বীপে চলে যান শান্তিতে থাকার জন্য। কিছুদিন আগে বৃদ্ধা ফিরে আসেন মিশন পল্লববাড়িতে। শুরু হয় আগের মতো অত্যাচার। ছেলে ও বৌ দুজনে মিলে বেধড়ক মারধর করে মা অর্চনাকে। সঙ্গে চলতে থাকে অকথ্য গালিগালাজ। সহ্য করতে না পেরে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে। এরপর সোনারপুর থানার পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রসেনজিৎ ও শম্পাকে গ্রেফতার করে।

# বাড়ি থেকে পালিয়ে রেল পুলিশের হাতে ছাত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্কুলে পড়াশোনা একটু খারাপ করার জন্য বাড়িতে অভিভাবকদের বকাঝকা করায় ভয়ে সোমবার স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি না ফিরে পালিয়ে যায় কলকাতার নিউ গড়িয়ার ঋষি রাজমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী বছর বারোর শম্পা মন্ডল। ভয়ে আতঙ্কিত ওই ছাত্রী অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে স্কুলে তার ছোট বোনের কাছে বইপত্র রেখে স্কুল থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ির লোকজনও খোঁজ শুরু করতে থাকেন। মঙ্গলবার সকালে রেল পুলিশের ফোন পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওই ছাত্রীর পরিবার। গড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে বিদ্যাধরপুর নামে, সেখান থেকে আবার ক্যানিং ট্রেনে উঠে ক্যানিং স্টেশনে নেমে রাত দশটা নাগাদ ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একা ওই ছাত্রী কে অস্বাভাবিক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে কর্তব্যরত রেলপুলিশ অমল সিনহা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে ছাত্রী সমস্ত ঘটনা বলে রেল পুলিশ কে। ক্যানিং আরপিএফ খুবই তৎপরতার সঙ্গে ওই ছাত্রীর বাড়িতে রাতেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। পরে ওই ছাত্রীর কাছ থেকে গ্রামের বাড়ির ঠিকানা পেয়ে কুলতলি থানার কচিয়ামারা পুলিশ ফাঁড়িতে যোগাযোগ করে রেল পুলিশ। আরপিএফ এর বিজয় কুমার বলেন, সারা রাতজেগে ওই ছাত্রীকে পাহারা দিয়েছি। ওর খুব খিদে পাওয়ায় রাতেই হোটেল থেকে খিচুড়ি,রুটি এনে দিতেই তৃপ্তি করে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যান্য রেলপুলিশরাও আদরযত্ন করেন করেন ছোট্ট শম্পাকে। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফোটার আগেই রেলপুলিশ খোঁজ শুরু করেন ওই ছাত্রীর বাড়ির লোকজনদের। অবশেষে খোঁজ পেয়ে রেলপুলিশ মঙ্গলবার ওই ছাত্রীকে তার বাবা বিশ্বনাথ মণ্ডল ও মা উষা মণ্ডলের হাতে তুলে দেন। ক্যানিং আরপিএফ যে তৎপরতায় আমার ছোট্ট মেয়েকে উদ্ধার করে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তাতে রেলপুলিশের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। অন্যদিকে ক্যানিং আরপিএফ এর এসআই সহদেব যাদব বলেন, রেলপুলিশ হিসাবে কর্তব্য পালন করে ওই ছাত্রীকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে খুশি।

# সুন্দরবনে সমুদ্র বাঁধে ভাঙন



**উজ্জ্বল সরদার :** সুন্দরবনের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে জি প্লট দ্বীপের গোবর্ধনপুরে সমুদ্র বাঁধ ভেঙে পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্ষায় এই মরশুমে জোয়ারের জল অনবরত গ্রামে ঢুকে কৃষিজমির মিষ্টি জলের পুকুরকে বিশেষ ক্ষতিও করছে। পূর্ব দিকে জগদ্দল ও পশ্চিমে সপ্তমুখী নদীর মাঝে অবস্থান এই দ্বীপের। এই বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী প্রান্তিক গ্রামটি ৬৪৩.১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের। সাম্প্রতিক জনগণনায় জানা যায় এই গ্রামে ২৭৫ ঘর পরিবারে প্রায় ১১৮৫ জন মৎস্যজীবীর বসবাস। সমুদ্র ভাঙনে এরা সকলেই আজ ভীষণ বিপর্যস্ত জীবন কাটাচ্ছেন। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের হঠাৎ নিম্নচাপের ধাক্কায় এই বিস্তৃত বাঁধটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুটা প্রশাসনিক অবহেলায় আজ গ্রামবাসীরা যে দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ নিজেরাই এখন জানাচ্ছেন। গোবর্ধনপুর গ্রামের দক্ষিণ পূর্বদিকে সদ্য গড়ে ওঠা পর্যটন কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতট সিস্টেম ব্লক বা স্পার পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ করে রাখায় ও ঝাউ গাছের বিস্তৃত জঙ্গল থাকায় সমুদ্র বাঁধ ভাঙনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এই সিস্টেম ব্লক বাঁধকেই স্থানীয় মানুষ 'গয়েন্স' পদ্ধতির বাঁধ নির্মাণ বলেই অভিহিত করেন। স্থানীয় জি–প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্বর্ণজিৎ বাগ সাক্ষাৎকারে জানালেন ''গোবর্ধনপুরে বাঁধ ভাঙনের সমস্যাই একমাত্র প্রধান সমস্যা'' বর্তমানে নতুন বাঁধ তৈরির যে কাজ চলছে সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হলেও বাঁধ নির্মাণের এই সময়কে তিনি সঠিক বলে মনে করছেন না। প্রসঙ্গত গ্রামের প্রায় সকল মানুষই বর্তমান সময়ে বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সকলেরই বক্তব্য যে, এ বছরের শুরুতে বা বিগত শীতকালে যদি গোবর্ধনপুরে সমুদ্র বাঁধ দেওয়া যেত তাহলে আজ তাদের এই আতঙ্ক ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হত না। গোবর্ধনপুর অমূল্যচরণ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরোজ কান্তি বাগ, স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ভুবন পাত্র, সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রদ্যোৎকুমার সাঁতরা, সুধাংশু মাইতি, মৎস্যজীবী শংকর দাস, ভৈরব দাস প্রমুখরা বাঁধের ভাঙন নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা সর্বত্র প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রশাসনের ওপর সকলেই আস্থা রেখে বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন যে গোবর্ধনপুরের বাঁধ ভাঙনের সমস্যা নিয়ে আগামী দিনে বেশ কয়েকদিনের মধ্যে ভরা কোটালের আগমন ঘটলেই গোবর্ধনপুরে সমুদ্র জল ঢুকে যে গ্রাম ভেসে যাবে এ বিষয়ে আর সকল গ্রামবাসীই নিশ্চিত।



বর্ষা কোটালে জল বাড়ছে নদী সংলগ্ন এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএস–২ গ্রামপঞ্চায়েতের সুমতিনগর ফেরিঘাট এলাকায় নদীবাঁধে ধস। প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে বেশকিছু পরিবার।

–অ্যাপস রিপোর্টার

# এক রাতের মন্দির ধ্বংসের পথে

**সঞ্জয় চক্রবর্তী :** হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর অঞ্চলে অবস্থিত ত্রিতল নবরত্ন শিব মন্দির আজ ধ্বংসের মুখে।

গোবিন্দপুর



পোড়া মাটির নকশা যুক্ত অপরূপ কারুকার্যময় শিল্পকর্মে যা মন ছুঁয়ে যায়। মন্দিরের সামনে একতলায় ফুল–লতা পাতা যুক্ত টেরাকোটার কাজ আজও বিরাজ করছে স্বমহিমায়। মন্দিরের ভিতরে মাতার উপরে গম্বুজটি অসাধারণ শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন। মন্দির থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বয়ে গিয়েছে কানা নদী। কালের স্রোতে যেমন নদীতে পলি পড়ে নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়েছে, তেমনি সময়ের স্রোতে খসে পড়েছে মন্দিরের কারুকাজ। খসে পড়ছে মন্দিরের ইঁটও। প্রাচীন টেরাকোটা ভাস্কর্যকে গ্রাস করছে বট–অশ্বত্থ আর আগাছার শিকড়। কথিত আছে স্বর্গত শোভারাম বসু প্রায় আঠারো শতকে ছিলেন বর্ধমানে রাজ স্টেটের নায়েব। অবসর গ্রহণের পর নিজ গ্রামে ফিরে এসে তৈরি করান ১৩ চূড়া বিশিষ্ট ত্রিতল এই শিব মন্দির। লোক মুখে প্রচারিত– বর্ধমান রাজাদের ছিল ঠিক এই রকম একটি নয়দূড়ার মন্দির। খবর পেয়ে বর্ধমানের রাজা শোভারামের ঔদ্ধত্য খর্ব করেন এক রাতে তাঁর মন্দিরের চারটি চূড়া ভেঙে দিয়ে। বর্ধমান রাজাদের অহংকারের চিহ্ন স্বরূপ ধ্বংসস্তুপ হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরটি। এক রাতে মন্দিরের চারটি চূড়া ভেঙে দেওয়ার পর এই মন্দিরের নাম হয় এক রাতের মন্দির। আজও গোবিন্দপুরের মানুষ এই নামেই এক ডাকে চেনেন মন্দিরটিকে।

একসময় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই মন্দির বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ নিয়ে বহু পত্র–পত্রিকায় লেখালেখিও হয় বিস্তর। যেহেতু এ মন্দির পুরাকীর্তির এক অপরূপ নিদর্শন তাই সরকারি সাহায্য ও দক্ষ কারিগর ছাড়া এর পুনঃ নির্মাণ অসম্ভব বলে মনে করেন এলাকাবাসী। এত প্রচেষ্টা ও মানুষের চাহিদা সত্ত্বেও প্রশাসন মুখ ফিরিয়েই থেকেছে। ফলে সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে পুরাকীর্তির এই অপরূপ নিদর্শনটি। অনাদরে অবহেলায় একদিন শেষ হয়ে যাবে স্মৃতিটুকুও। এখড়ও গোবিন্দপুরের আশা প্রশাসন এগিয়ে আসবে ইতিহাস ফিরিয়ে দিতে। আশায় দিন গুনছে মানুষ।

# ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ ছাত্র সংসদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিনিধি , বারাসাতঃ** ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির পাশ ফেল নির্দেশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে এক ছাত্রকে এলোপাথাড়ি মারধর করার অভিযোগ উঠল বারাসত গভর্মেন্ট কলেজের ছাত্র সংসদের কয়েকজন ছাত্রদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ছাত্রের নাম মোতালিন শেখ। আক্রান্ত ওই কলেজের ইকনমিক্স এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বলে জানা যায়। মোতালিনের অভিযোগ, ছাত্র সংসদের নাম নাম করে বৃহস্পতিবার সকালে ফোন করে তাকে কলেজে ডাকা হয়। সে যখন কলেজের গেটের কাছে পৌঁছায় ছাত্র সংসদের চার থেকে পাঁচজন ছাত্র এসে তাকে এলোপাথাড়ি মারধর করে। মোতালিন জানিয়েছেন, বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওই কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে পাশ ফেল নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আর তারই জেরে তাকে এই ভাবে মারধর করা হলো।



# নদীর মর্জি আর কাণ্ডারির হাতযশই ভরসা

## পারের বালাই/৭

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী–খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়–বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়–মেজ–ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

এর আগে গোসাবার আশ্রম ঘাটের কথা বলেছিলাম। এই সংখ্যায় গোসাবার আরও দশটি ঘাটের কথা বলব। প্রথম ৪টি গোসাবা, তার পরের তিনটি কচখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অষ্টম, নবম ও দশমগুলি যথাক্রমে কুমিরমারি, লাহিড়ীপুর ও আরটি নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের।

### দুলকি হরিমন্দির ঘাট

**পরিকাঠামো : :** কংক্রিটের জেটি দিয়ে ১টি কাঠের নৌকোয় প্রতিদিন পারাপার করেন গড়ে ৫০০ সুন্দরবনবাসী। একটি যাত্রী শেড আছে বটে, কিন্তু অভাব শৌচাগার ও পানীয় জলের। ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ডের দেখা মেলে এই ঘাটে। ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও রয়েছে সোলার লাইটের ব্যবস্থা।

### গোসাবা ইউনিয়ন বোট ঘাট

**পরিকাঠামো :** কংক্রিটের জেটি। ৪ কাঠের ভুটভুটিতে প্রতিদিন পারাপার হন দুহাজার যাত্রী। রয়েছে যাত্রী শেড ও শৌচাগারের ব্যবস্থা। নেই পানীয় জল, ড্রপ গেট ও সাইন বোর্ড। বিদ্যুৎ, সোলার লাইট ও সিসি টিভি রয়েছে এখানে।

### গোসাবা ৩ নম্বর খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** কাঠের নৌকায় দিনপ্রতি গড়ে যাতায়াত করেন তিন হাজার মানুষ। এখানে যাত্রী প্রতীক্ষালয় পাশাপাশি রয়েছে শৌচাগার ও ড্রপ গেট। রয়েছে বিদ্যুৎ। সোলার লাইটও চোখে পড়ল এখানে। তবে অভাব পানীয় জলের। টিউবওয়েলের চাহিদা থাকলেও পূরণ হয়নি আশা। নেই সাইনবোর্ডও।




### গোসাবা ফেরি ঘাট

**পরিকাঠামো :** গোসাবা ব্লকে যতগুলি ঘাট রয়েছে এই ঘাটটি যাত্রী সংখ্যার নিরিখে সবচেয়ে বড়। কংক্রিটের জেটি দিয়ে চারখানি কাঠের ভুটভুটিতে প্রতিদিন গড়ে পারাপার করেন কুড়ি হাজার যাত্রী। সাধারণ মানুষের জন্য গোসাবা–বাসন্তী যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘাট এটি। পরিকাঠমোর দিক দিয়েও জেলার অন্যতম এই ঘাট। যাত্রী শেড তো আছেই। পানীয় জলের টিউবওয়েল ছাড়া সবকিছুই রয়েছে এখানে। শৌচাগার, ড্রপগেট, সাইনবোর্ড, বিদ্যুৎ, সোলার, সিসিটিভি যেখানে বর্তমান সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই কেন সেটাই রহস্যের।

### হরিশপুর বেলতলি খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** রয়েছে কংক্রিটের জেটি ও যাত্রী শেড। এই ঘাটটি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের একটি নজির বিশেষ। দুটি ভুটভুটিতে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার যাত্রী পারাপার হলেও একমাত্র বিদ্যুৎ ছাড়া কিছুই নেই এখানে। শৌচাগার, টিউবওয়েল, ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড, সোলার লাইটের থেকে কেন বঞ্চিত এই ঘাট তার হদিশ দিতে পারলেন না কেউই।

### দয়াপুর বাজার ফেরিঘাট

**পরিকাঠামো :** হাজার তিনেক মানুষ ২টি নৌকায় প্রতিদিন চলাচল করেন এই ঘাট দিয়ে। কংক্রিটের জেটি ও যাত্রী শেড রয়েছে এখানে। তবে অভাব শৌচাগার আর পানীয় জলের। কাছাকাছি বাজারই ভরসা সময়–অসময়ে। ড্রপ গেট থাকলেও নেই সাইনবোর্ড। তবে বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট দুটোই রয়েছে এখানে।

### হরিশপুর মনসা মেলা রাজপুর খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** কপাল পোড়া হরিশপুরের। এই ঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। ইঁটের বাঁধানো জেটি। একটি নৌকায় প্রতিদিন যাত্রী সংখ্যা শ' পাঁচেক। বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট ছাড়া কিছুই নেই এখানে। ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ডের কথা নয় বাদই দিলাম শৌচাগার ও পানীয় জল থেকে বঞ্চিত এই ঘাটের যাত্রীরা। কবে চাহিদা মিটবে। পঞ্চায়েত নয়, ভগবানই ভরসা।

### কে আর বাজার রাধানগর খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** এখানে যাত্রী সংখ্যা প্রতিদিন হাজার খানেক। কংক্রিটের জেটি দিয়ে একটি কাঠের নৌকায় চলে পারাপার। যাত্রী শেড, শৌচাগার ও বিদ্যুৎ রয়েছে এখানে। তবে পানীয় জলের আশা কবে মিটবে কেউ জানে না। নেই ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড ও সোলার লাইট।

### কুমিরমারি সিএমখালি খেয়া ঘাট

**পরিকাঠামো :** জেটি কংক্রিটের। ১টি কাঠের নৌকায় রোজ হাজার দুয়েক লোকের যাতায়াত। যাত্রী শেড, টিউবওয়েল ও সাইনবোর্ড রয়েছে এই ঘাটে। সোলার লাইট ও বিদ্যুৎহীন এই ঘাটে নেই ড্রপ গেটের ব্যবস্থা। সন্ধে নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় এই ঘাট।

### ত্রিপলিঘেরী বাজার ঘাট

**পরিকাঠামো :** গোসাবা ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চল লাহিড়ীপুরের ঘাটে প্রতিদিন পারাপারের জন্য আসেন শ'পাঁচেক মানুষ। ধারে ভারে ছোট এই ঘাট প্রশাসনের অবহেলার শিকার। বিদ্যুৎ ও যাত্রী শেড ছাড়া কিছুই নেই এখানে। এখন আর শৌচাগার ও পানীয় জলের আশাও করেন না যাত্রীরা। ড্রপ গেট, সাইন বোর্ড ও সোলার লাইট তো অনেক দূরের কথা।

### বড়মোল্লাখালি রাধানগর ফেরি ঘাট

**পরিকাঠামো :** আরটি নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘাটে রোজ পার হন হাজার দুয়েক সুন্দরবনবাসী। নৌকার সংখ্যা একটি। জেটি কংক্রিটের। রয়েছে যাত্রী শেড, টিউবওয়েল ও সাইনবোর্ড। ড্রপ গেট, শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট থেকে বঞ্চিত এই ঘাট। সূর্যদেব অস্ত গেলে এঘাটের সঙ্গী হয় নিকষ অন্ধকার।

**নিরাপত্তা :** কাঠের নৌকার গায়ে হালের বাঁশে বাঁধা লাইফ বয়াগুলি দিয়েছিলেন সরকারি বাবুরা। বলেছিলেন নিয়ম রয়েছে লাগাতে হবে। তাই লাগিয়ে রেখেছেন নৌকার কাণ্ডারীরা। খোঁজ করলে দুএকটা লাইফ জ্যাকেটও মিলতে পারে। তবে ওই পর্যন্তই। ঘাটে বাঁচাবার লোক কোথায়? বিপদে পড়লে ভরসা সেই বনবিবি আর দক্ষিণরায়। এমনকি বিপদ সংকেত বা কোনও জরুরি ঘোষণার জন্য নেই মাইকের ব্যবস্থাও। যেসব ঘাটে সিসিটিভি রয়েছে তাও গতানুগতিকতার শিকার। নদীর মর্জি আর মাঝি মাল্লার হাতযশই নিরাপদ পারপারের পাঁচালী।

# নদীতে বিপদ বুঝেও পারাপারে লাইফ জ্যাকেটে অনীহা

**দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ** নৌকায় নদী পারাপারে লাইফ জ্যাকেটে অনিহা পড়ুয়াদেরই মধ্যে। বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসন নৌযাত্রীদের নিরাপত্তার উপর জোর দেয়। এর ফলে বিভিন্ন খেয়াঘাটে নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও কর্মী নিয়োগ, মাইকিং ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। পাশাপাশি নৌকায় পারাপারের সময় যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন জনের মধ্যে লাইফ জ্যাকেট পরার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও পড়ুয়াদের মধ্যে এব্যাপারে চরম অনিহা দেখা গেছে। নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে যাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা বারংবার লাইফ জ্যাকেট পরার জন্য বললেও একশ্রেণির যাত্রীরা এব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ও কালনা মহকুমায় ভাগীরথী নদীর বিভিন্ন ফেরিঘাটে এই অনিয়ম ঘটে চলেছে বলে জানা গেছে। যেমনটা দেখা গেল কাটোয়ার দাঁইহাট দেওয়ানগঞ্জ ফেরিঘাটে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমানা ঘেঁষে বয়ে চলা ভাগীরথী নদীর অপর পাড়ে নদিয়া জেলা। দুই জেলার হাজার হাজার বাসিন্দা অসংখ্য ফেরিঘাটের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নৌকায় নদী পেরিয়ে বিভিন্নদিকে যাতায়াত করে। এই ভরা বর্ষায় ভাগীরথীর জল একেই টইটুম্বুর, তার উপর উথালপাথাল ঢেউ। সবমিলিয়ে নৌকায় পারাপার যেন এসময় কার্যত অ্যাডভেঞ্চার। এই পরিস্থিতিতে যাত্রী পারাপারের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের তৎপরতা অনেকটাই বেড়ে গেছে। প্রতিটি নৌকায় ঘন ঘন নজরদারির পাশাপাশি মাইকের মাধ্যমে যাত্রীদের সচেতনভাবে পারাপারের ঘোষণা চলে। কিন্তু, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকলেও এখনও অনেকেরই মধ্যে সচেতনতার অভাব



রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই সচেতনতার বড়োই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই পড়ুয়াদের সিংহভাগই একগুয়ে মনোভাবের কারণে নৌযাত্রায় বিপদের আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে থাকে। দূর দূরান্তের এই পড়ুয়াদের অনেকেই সাইকেল নৌকায় চাপিয়ে প্রতিনিয়ত নদী পারাপার করে। অল্পবয়সী এই পড়ুয়াদের কাছে নিয়ম না মানাটাই যেন একটা আনন্দের খোরাক। যে কারণে নিরাপদে নৌকায় পারাপারে সাধারণ বিধিনিষেধে অনীহা তাদের। তাই তারা কারও কোনও নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই আপন খেয়ালে চলে। ২ আগস্ট বিকেলে নদিয়ার মাটিয়ারি এলাকা থেকে একঝাঁক অল্পবয়সী পড়ুয়াকে ভাগীরথী নদী পারাপারের জন্য সাইকেল সহ নৌকায় উঠতে দেখা গেল। নৌকায় অন্যান্য যাত্রীরা যখন একে একে লাইফ জ্যাকেট পরতে থাকলেন তখন এই পড়ুয়াদের কোনও হেলদোলই নেই। এমনকি, নৌচালক সহ সহযাত্রীদের বারংবার নির্দেশেও তারা নির্বিকার রইল। দাঁইহাট ফেরিঘাটের কর্মকর্তাদের দাবি, নৌযাত্রীদের সকলকেই নিরাপত্তার বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাধ্য মতো চেষ্টা করা হয়। নৌকায় পারাপারের সময় লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৪ আগস্ট– ১০ আগস্ট, ২০১৮

# অসমের ঘটনার প্রভাব কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে

দেশের মধ্যে একটা জলন্ত ইস্যু হয়ে উঠেছে অসমে নাগরিকপুঞ্জের কাজকে কেন্দ্র করে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়া। অর্থাৎ, এই তত্ত্বানুসারে অসমে বসবাসকারী ৪০ লক্ষ মানুষ হঠাৎ করে জানতে পারলেন তাঁদের ভিটে নয় এটা। কিন্তু কোনটাই বা তাদের আসল জায়গা আর কেনই বা তড়িঘড়ি এই কার্যকলাপ তা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যথারীতি পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের মতামত তৈরিও হয়ে গিয়েছে একে কেন্দ্র করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিরোধীরা বলছেন, এর মাধ্যমে বিজেপি ফের বিভেদের রাজনীতি শুরু করেছে। দেশে আগুন জ্বালানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কিন্তু ঘটনা কী আদৌ তাই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই নাগরিকপঞ্জির কাজ চলছে অসমে। তাতে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে ৪০ লক্ষ মানুষ দেশের নাগরিকত্বের পূর্ণাঙ্গ দস্তাবেজ দিতে পারেন নি। যদিও বিরুদ্ধ মতও আছে একে ঘিরে প্রচুর। আবার যাঁদের নাম এই তালিকায় পড়ছে তাদের একটা বড় অংশ বাঙালি। রয়েছেন নেপালী, রাজস্থানী , কোচ, রাজবংশীরাও। ফলে এ রাজ্যের ঝাল লাগছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই। এখানকার বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দল এখানে এক ছাতার তলায় চলে এসেছে। অন্য দিকে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বলছেন, তারা ক্ষমতায় এলে এই রাজ্য থেকে বিদেশি দখলদারদের তাড়াবেন। ফলে রাজ্য রাজনীতি এখন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এই ইস্যুকে ঘিরে। আবার জাতীয় রাজনীতিতেও এর ছোঁয়া লাগছে বেশ ভালোভাবেই। মাঝখানে অনেকটা রোহিঙ্গাদের মতো হাল হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের। যদিও এখনই এই ৪০ লক্ষ মানুষের কোনও ভয় নেই বলে বারংবার দাবি করা হচ্ছে কেন্দ্র ও অসম সরকারের পক্ষ থেকে। আগামী ১ জানুয়ারির পর্যন্ত সময় রয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এমনও বলছেন অনেকেই যে ১৯৬২ সালের আগেও এঁদের সিংহভাগ অসমে এসেছেন ও বসবাস শুরু করেছেন। অন্য একটা অভিযোগ উঠছে ১৯৭১–এর পর এঁদের আগমন ঘটেছে এখানে। এখানে অনেক ভাবাবেগের ব্যাপার থাকলেও ক্রমে বাইরের মানুষের ভিড় যে অসমের মতো বেশ কয়েকটি রাজ্য ও দেশে চাপ তৈরি করেছে তা তো অস্বীকার করা যায় না। বরং এটা ঘোর বাস্তব পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে বামফ্রন্ট বা অধুনা তৃণমূল নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াতে বাংলাদেশ থেকে অনাহুত মানুষদের এখানে জায়গা দিচ্ছে। এতে রাজ্য বা সমাজের ভারসাম্য যে রসাতলে যাচ্ছে সেদিকে কারও কোনও চিন্তা নেই। ভোটব্যাঙ্কের চক্করে এই অবস্থা যে দেশের বিদগ্ধ মহলকে বিচলিত করছে তার নির্দশন পাওয়া গিয়েছে নানা সময়। অসমের এই নাগরিকপঞ্জির ঘটনা সে অর্থে একটা বৃহত্তর প্রক্রিয়া অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার। এখানে সব কিছু যে ঠিকমতো হচ্ছে তা নয়। তবে যে গাফিলতির ব্যাপারটা হয়েছে তাতে হয়তো নিম্নস্তরের কিছু সরকারি কর্মচারীর অপদার্থতার প্রকাশ রয়েছে। যেমন আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড তৈরিকে কেন্দ্র করে যে বিপত্তি আমাদের চোখে পড়ে। তাও পুরো প্রক্রিয়াটাকে ভুল বলে সরিয়ে রাখাও তো যায় না।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

**অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ**

আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায় মন ও বাক্য দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্যই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের কার্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমরা হয়তো সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সৎকার্য করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে–সর্বদাই ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে–এই তত্ত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর



কোন উপায়েই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, আমি যখন কোনও কর্ম করিতেচি, তখন আমার মন কোন নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে, এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একসুরে বাঁধা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও সেই সুরে বাজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে সকল মন একসুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। অবশ্য দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্তু মনের প্রবাবিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদা থাকিবে। এইরূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, তখন আমার মন আর এক সুরে বাজিতেছে এবং সেই সুরে বাঁধা সকল মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। তানশক্তির তারতম্য অনুসারে মনের উপর মনের এই প্রভাব বিস্তারের শক্তিও কম–বেশি হয়।

## ফেসবুক বার্তা



'মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন।' –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# বাংলার প্রথম গণ–সংগঠক নিত্যানন্দ প্রভু'র ইতিহাসে ঠাঁই নেই কেন?

**নির্মল গোস্বামী**

৩৯০ বছরের ব্যবধানে বাংলার বুকে দুজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। একজন ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি আর একজন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি। দুজনেই নিজ নিজ সময়ে বাঙালির ভাব জগতে ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে বিপুল আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা এক কথায় প্রকাশ করলে বলতে হবে– তাঁরা মায়াতীত ভগবানের নামে মায়াবদ্ধ মানুষের কল্যাণে প্রাণপাত করে গিয়েছেন। যিনি ১২ জানুয়ারির নবীন নায়ক তাঁকে সকলেই চেনে তিনি বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবীণ আর এক ১২ জানুয়ারি–র নায়ক হলেন পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের অন্যতম স্থান বীরভূম জেলার এক চক্রা নিবাসী হাড়াই পণ্ডিতের বড় ছেলে নিত্যানন্দ। আপামর ভারতবাসী যাঁকে চৈতন্যদেবের সাথে একাসনে পূজা করে চলেছে।

হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন নিত্যানন্দের পিতা। তাঁর আসল নাম হল মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাইয়ের মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। এই হাড়াই পণ্ডিত আর পদ্মাবতীর বিবাহের একটি গল্প আছে। মৌড়েশ্বরের রাজা মুকুট নারায়ণের কন্যা পদ্মাবতী যেমন রূপে তেমনি গুণের। মুকুট নারায়ণের নয়নের মণি। তাই সহজে পর হস্তে সমর্পণ করতে মন চায়নি রাজার। ফলে বিবাহ যোগ্যা হলেও পাত্রই মনোনীত হতে চায় না রাজার সহজে। পাত্রের একটা না একটা খুঁত ধরা পড়ে স্নেহশীল পিতার চোখে। এই করেই বেলা গড়িয়ে যাবার অবস্থা। আবার অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা গৃহে রয়েছে তাই নিয়ে আত্মীয় বর্গের নানা সমালোচনা শোনা যেতে লাগল। তাই রাজা (তখনকার দিনে বৃহৎ জমিদার) একদিন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে কাল প্রভাতে যার মুখ প্রথম দর্শন করব তার সাথেই পদ্মাবতীর বিবাহ দেব। পরদিন শয্যা ত্যাগ করে গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখেন যে রাজ্যোদ্যানে এক সুপুরুষ যুবা পূজার জন্য পুষ্প চয়নে রত রয়েছে। রাজা লোক মারফত ওই যুবকের কূল পরিচয় জেনে খুশি মনেই পদ্মাবতীকে হাড়াই পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করেন। এর থেকে আমরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে নিত্যানন্দের পিতার সংসারে আর্থিক স্বচ্ছন্দ অবশ্যই ছিল। হাড়াই পণ্ডিত আর পদ্মাবতীর প্রথম সন্তান নিত্যানন্দ। ছোটবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল কুবের। নিত্যানন্দ ছাড়া আরো ছ'টি পুত্র ছিল হাড়াই পণ্ডিতের। কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। নিত্যানন্দের বয়স যখন ১২ বছর তখন এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ি। সন্ন্যাসীর সেবা যত্নের জন্য হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন সন্ন্যাসী বলেন যে একটি শর্তে তিনি সেবা নিতে রাজি আছেন। তা হল



কাল প্রভাতে যাবার সময় তিনি যা চাইবেন তাই তাকে দক্ষিণা স্বরূপ দিতে হবে। এই শর্ত দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর রাত্রি যাপনের পর যাবার সময় কুবেরকে চেয়ে বসেন। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী শর্ত লঙ্ঘন করা মহাপাপ মনে করে ছেলেকে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়ে ওই ১২ বছরের শিশু পিতামাতাকে ছেড়ে অনাত্মীয় একজনের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলে যায়। বৈষ্ণব তত্ত্বালোচকদের অনুমান ওই সন্ন্যাসী ছিলেন নিমাইয়ে দীক্ষা গুরু স্বয়ং ঈশ্বর পুরী। নিত্যানন্দ প্রায় ২০ বৎসর সাধু সঙ্গ করে বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন শেষ করে একদিন কৃষ্ণ সান্নিধানের জন্য মন বড়ই আকুল হল। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন কৃষ্ণ এখন গৌরাঙ্গ অবতারে নদিয়ায় লীলা করছেন। নিতাই চাঁদ নবদ্বীপে এসে নন্দন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আত্মগোপন করে রইলেন। ওদিকে অন্তর্যামী দয়াময় প্রভু বৃন্দাবন লীলার অগ্রজ, অধুনা নিতাই চাঁদের খবর জানতে পেরে দলবল সহ নন্দন মিশ্রের বাড়ি থেকে নিতাইকে আবিষ্কার করে নিয়ে এলেন।

গৌরের সঙ্গে নিতাইয়ের যোগে নদিয়া লীলা পূর্ণতা পেল। মাতা শচীরাণী নিতাইকে বড় ছেলের মতো সাদরে গ্রহণ করলেন। নিতাই জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলেন এই উদঘোষণের সঙ্গে 'মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।' মহাপ্রভু চিনলেন নিতাইয়ের প্রেমের গভীরতাকে। তাই সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব পরবর্তীকালে নাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব মূলত নিতাইয়ের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে কৃষ্ণ প্রেম সুধারসে মেতে রইলেন জীবনের শেষ ১৮ বৎসর। তার আগে নিতাইকে নিমাই আদেশ দিলেন বিবাহ করে সংসারী হওয়ার জন্য। নিতাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ৩০–৩২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেছে। গৃহছাড়া আত্মীয় স্বজন ছাড়া রমতাযোগীর মতো তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিমাই রূপী ঈশ্বর সান্নিধ্যে এবং সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন এই তাঁর অভিলাষ। নিতাই বললেন দেখ, আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে গৃহী মানুষেরা প্রাণ খুলে মনের কথা অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারেনা, গৃহী মানুষকেই তারা আপনভাবে। তাই তুমি আদর্শ গৃহীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। আদর্শ গৃহী হলে তবেই আদর্শ সন্তান হবে। আদর্শ সন্তান হলে আদর্শ নাগরিক তৈরি হবে। আদর্শ নাগরিক তৈরি হলেই তবে দেশ রক্ষা হবে ধর্ম রক্ষা হবে। শুরু হল নিত্যানন্দ প্রভুর সংসারী যাত্রা। মহাপ্রভু সমগ্র বাংলা দেশে কৃষ্ণনাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পন করলেন। নিত্যানন্দ খড়দহের রাঘব পণ্ডিতের দুই সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করে খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করলেন।

নিত্যানন্দের আধার সম্পর্কে কী ধারণা ছিল মহাপ্রভুর তা একটি পদের অর্থেই পরিষ্কার, চৈতন্য প্রভু তাঁর অনুগতদের একদিন বললেন, ''মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে/তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে/নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। অবধূতের অর্থ হল যিনি নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। কোন আচরণ বিধির দ্বারা তিনি বদ্ধ নন। নিত্যানন্দ কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই মহাপ্রভু তাকে সংসারী হতে বললেন। নিত্যানন্দ ছিলেন আত্মশক্তিতে বলিয়ান। অবধূত অর্থাৎ অব মানে নীচ এবং ধূত মানে ধুয়ে দেওয়া বা পরিষ্কার করে দেওয়া। এখানে উদ্ধার করা। তাই নিত্যানন্দকে বলা হয় নীচ অর্থাৎ পতিত পাবন। পতিতের উদ্ধার কর্তা। মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করলেন যে নিতাই যাকে দেবে আমি নির্বিচারে তারই হবো।

''স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়
নিতাই পারে হেন কৃষ্ণে করিতে বিক্রয়''

তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না। চাই তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। গৌরাঙ্গে প্রেমধর্মকে রক্ষা করতে হলে চাই সুগঠিত সংগঠন। যে চেতনাকে অবলম্বন করে মানুষ সঠিক পথে বাঁচতে পারে তাই হল ধর্ম। ''ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ''। প্রেম ধর্মের ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের মনে সঠিক ধারণা জন্মানোই সমাজের আবিলতা আপনা থেকেই দূর হবে। তখনকার বাংলা মানে এখনকার পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা বাংলাদেশ। এই বিশাল অঞ্চলে সংকৃত্তণ প্রচারের জন্য প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে নিলেন বারোজন নিমাই ভক্তকে। এরা সকলেই নিত্যানন্দের লীলা সহচর দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত। (১) অভিরাম গোস্বামী, (২) গৌরীদাস পণ্ডিত, (৩) সুন্দরানন্দ ঠাকুর (৪) নাগরপুরুষোত্তম। (৫) ধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৬) মহেশ পণ্ডিত (৭) উদ্ধারণ দত্ত, (৮) পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর, (৯) পরমেশ্বর দাস ঠাকুর, (১০) কমলাকর, পিপালাই (১১) কালাকৃষ্ণ দাস, (১২) শ্রীধর পণ্ডিত। এই দ্বাদশ গোপালের অধীনে আবার দ্বাদশ উপগোপাল ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র বাংলায় এই সব সমাজ সংস্কারকদের নিয়ে বহু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুললেন। এক যোজন অন্তর (একশ মাইল) অন্তর একটি করে সাংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে মানুষকে শিক্ষাদানে রত হলেন।

এই সব কেন্দ্রে কি শিক্ষা দেওয়া হতো তা আজকের মানুষ শুনলে যেমন অবাক হবে তেমনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। নিত্যানন্দের সুচারু ব্যবস্থাপনায় এই সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে ছিল শাস্ত্রচর্চা। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হতো। এছাড়াও ছিল ভাস্কর্য, সূপবিদ্যা, চিত্র শিল্প, পুষ্পপত্র শিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, চারু শিল্প, আলপনা তথা চন্দন শৃঙ্গার ও কেশসজ্জা নাটক, নাচ, গান, বাজনা, নৈবেদ্য প্রস্তুতি প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা এখনকার ভাষায় কর্মশিক্ষা দেওয়া হতো। পরিপাটি স্বাস্থ্যচর্চা ও আলোচনা সভার আয়োজন হতো। জীবিকার সঙ্গে জড়িত জীবন। সর্বাগ্রে মানুষকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলাটাও ছিল ধর্মচর্চার অঙ্গ। সুদূর মধ্যযুগে মুসলমান শাসকের রক্তচক্ষু আর বাধাকে অতিক্রম করে এই সব প্রকল্প রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া গড়ে তোলা এবং তার পরিচালনা করা কী দুরূহ কাজ তা আমরা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারি। মহাপ্রভু পুরী থেকে লোক কল্যাণের এক একটা পরিকল্পনা পাঠাতেন আর নিত্যানন্দ প্রভু তার রূপায়ণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন। তিনি নিজ অনুগতদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠালেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেবে এবং চরিত্রগঠনে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি করাই ছিল উদ্দেশ্য।

যে কোনও যুগে সমাজে নিম্নবর্গের বা অবহেলিত অত্যাচারিত জনসংখ্যা উচ্চবর্গের জনসংখ্যার থেকে বেশি হয়। তাই সমাজকে সংস্কার করতে হলে এই নিম্নজাতির মানুষকে আপন করতে হবে। তাই নিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করলেন। শোনা যায় ঢাকার জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত এক হাজার কয়েদিকে তিনি খড়দহে এনে কোলে টেনে নিলেন। অচ্ছুৎরা পঞ্চমবর্ণে বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে ব্রতী হয়ে পূর্ণ মানুষের অধিকার লাভ করল। প্রভুর অনুগত পাথর হাজংকে সঙ্গী করে গারো, হাজং প্রভৃতি পাহাড়িয়া অসভ্য জাতির মধ্যেও ঢুকে গেলেন হরিনাম বিলোতে। তিনি দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের কেমন আপনজন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় গানের একটি কলিতে 'হোগলা বেড়া ফোকলা করে নিতাই এলো ঘরে।' কত আপনজন হলে তবে হোগলার বেড়া দেওয়া ঘরে–বেড়া ফাঁক করে তিনি ঘরে ঢুকে যেতেন। আজও বাংলার গ্রামে একটা করে হরি বাসরের অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

এইসব হরিবাসরে শুধু যে হরিনাম হত তা কিন্তু নয়। এগুলো ছিল এক একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো। বিচার আচার সবই হতো এখানে। নিত্যানন্দ যখন যেখানে যেতেন তখন ধর্মপ্রচার অপেক্ষা মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে বিচার করতেই বেশি সময় ব্যয় হয়। তাই তো কবি বলছেন ''অবাদ করে বিবাদ করে... তবু ওঠে সংকীর্তনের মিলন গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে''/ এই সংকীর্তন ছিল মিলন রজ্জু। যা দিয়ে নিত্যানন্দ ব্রহ্মণ ও চন্ডালকে রাজা ও ভিখারিকে এক খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন। গভীর তমসায় নিমজ্জিত মধ্যযুগের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনের যে মানুষটির অবদান ছিল সব থেকে বেশি তাঁকে পূজার বেদীতে বসিয়ে তার ইতিহাসকে আমরা মুছে দিয়েছি। সেই ইতিহাসকে পুনরায় মূল্যায়ণ করার সময় বোধ হয় এসেছে।

# পাচার রুখতে রাজপথে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** মানব পাচার রুখতে সুন্দরবনের রাজপথে প্রায় এক কিমি হাঁটলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার মিস্টার ব্রুশ ব্রুকনেল। সোমবার বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থা মেরিওয়ার্ড এর উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী পথসভায় অংশ নেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ব্রুশ ব্রুকনেল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের চেয়ার পার্সন অনন্যা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাংবাদিক ও পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণ প্রকল্পের অন্যতম সদস্য সুদেষ্ণা রায়,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুণ্ডু,আশীষ দাস,শুভময় দাস,ক্যানিং ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীলাদ্রী শেখর দে,পুলিশ , চাইল্ড লাইনের বান্টি মুখার্জী সহ বিশিষ্টরা। এদিন ক্যানিং ১ ব্লক অফিস থেকে শুরু করে ক্যানিং থানা পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।




প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রতিবছর বহু শিশু, কিশোরী এমনকি মহিলারা পাচার হয়ে যান ভিন রাজ্যে। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ কাজ করে আসছে। তা স্বত্বেও এখন পর্যন্ত এই পাচার প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। অনুন্নত সুন্দরবন এলাকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবের কারণেই এই সমস্যা এখন পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে যার জন্য এখনও প্রতিবছর কখনো বিয়ের লোভ দেখিয়ে তো কখনো কাজ বা টাকার লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মানুষ পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই তালিকায় সব থেকে বেশি রয়েছে বারো থেকে ষোল বছরের কিশোরীরা। ভিন রাজ্যে তাদের নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কখনো কখনো অভিযোগ ও সঠিক তথ্য পেয়ে দু একজনকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচার হয়ে যাওয়া মানুষজন আর তাদের বাড়ি ফিরতে পারেন না। সেই কারনে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই মানব পাচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারের এই কাজে বিভিন্ন এনজিও পাশে দাঁড়িয়েছে। আর এবার এই মানব পাচার রুখতে সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করতে পথে নামলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ব্রুশ ব্রুকনেল। এদিন সুন্দরবনবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্রুকলেন জানান, এই মানব পাচার শুধু সুন্দরবনের সমস্যা নয়, এ সমস্যা যেমন সারা পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতবর্ষের। এমনকি আমাদের দেশ ইংল্যান্ড যথেষ্ট ভাবে অর্থনৈতিক পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যা তাদের দেশেও রয়েছে। তাই সকলে মিলে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে সচেতন করার মাধ্যমে এমন সমস্যার সমাধান সম্ভব।

## অনন্য নজির

# ঝুঁকির মাঝেও ১৯টি গোখরোর প্রাণ রক্ষা সুমিতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া :** একটা নয়, দু'টো নয়...১৯টি বিষধর গোখরো সাপকে প্রাণে রক্ষা করে বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সহমত পোষণ করলেন প্রত্যন্ত গ্রামের এক ব্যক্তি। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার দাউড়াডাঙা গ্রামের অতি সাধারণ বাসিন্দা সুমিত সরকারের মাটির তৈরি একটি ঘর থেকে ২৩ জুন মোট ১৯টি গোখরো সাপ বের হয়। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দফায় দফায় এতগুলি বিষধর সাপ বের হলেও একটিকেও তিনি প্রাণে মারেননি। অত্যন্ত ঝুঁকির মাঝেও অতি সাবধানে একটি একটি করে সাপকে মাটির হাঁড়ির মধ্যে ভরে নিয়ে সুমিত



কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবে সুমিতের এই কাজকে সমর্থন করার মতো মানুষের যথেষ্টই অভাব রয়েছে এই সভ্য সমাজে। সাপ দেখলেই মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক গ্রাস করে। তা সে যতই বিষহীন হোক না কেন। আর এই আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে মানুষ নির্বিচারে সর্প নিধনে মেতে ওঠে। এই নিধনের কারণে ক্রমশই সাপের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেদিক থেকে একসঙ্গে এতগুলি বিষধর সাপকে প্রাণে রক্ষা করে সুমিত সরকার নিজের অজান্তেই কার্যত নজির সৃষ্টি করলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন দুপুরবেলায় সুমিতের স্ত্রী তৃষা সরকার তাঁর ঘরের মেঝেয় বসে শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। সেইসময় তাঁর নজর পড়ে ঘরের এককোণে রাখা একটা টেবিলের তলায়। তিনি আলো আঁধারির মধ্যে দেখতে পান সেখানে কিছু একটা নড়ছে। তারপর তৃষাদেবী একটু কাছে যেতেই স্পষ্ট দেখেন একটি সাপ ফণা তুলে আছে। তখন তিনি আতঙ্কে চিৎকার করে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে একলাফে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ওই সময় সুমিতবাবু বাড়ির কাছেই কাজ করছিলেন। তিনি সাপের খবর পেয়েই ছুটে এসে সাপটিকে ঘরের বাইরে বের করে এনে মাটির হাঁড়িতে ভরে নিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপে ছেড়ে দিয়ে এসেই ওই টেবিলের তলায় ফের আরও একটি সাপ দেখতে পান। এবারও সাপটিকে একই কৌশলে ঝোপে ছেড়ে দেন। এভাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের মোট ১৯টি বিষধর গোখরো বের হয়। টেবিলের তলায় মেঝেতে একটা গর্তে এতগুলি সাপ বাসা বেঁধেছিল। এতগুলি সাপকে একে একে বের করে আনাটাই যেখানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য কাজ তার ওপর সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার মতো মানসিকতা ক'জনের মধ্যে প্রকাশ পায়? অথচ একক প্রচেষ্টায় এই অসাধ্যই সাধন করেছেন সুমিত সরকার।

# আয়ারল্যান্ডের উদ্যোগে বাসন্তীতে প্লাস্টিক সচেতনতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বড়িয়া ও পানিখালিতে দুদিন ধরে হল প্লাস্টিক সচেতনতা শিবির। আয়ারল্যান্ডের যুবক ব্রায়ান কেলি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য 'ক্যালকাটা কানেক্ট' নামে এক সংগঠন তৈরি করেছেন। এরা মূলত বড়িয়া পানিখালিতে দুটো ছোটদের স্কুল চালায়। স্থানীয় ক্লাব পানিখালি রুরাল ডেভেলপমেন্ট–এর তত্ত্বাবধানে চলে এই স্কুল। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের




মূল ভাবনা 'প্লাস্টিক সচেতনতা'। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরমায়েদের নিয়ে গঠিত স্বনির্ভর দলের প্রায় একশো মহিলার উপস্থিতিতে একটি প্লাস্টিক সচেতনতা শিবির হল ১০ নং বড়িয়ায়। মূল বক্তা ছিলেন বাসন্তীর জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন শিক্ষক প্রভুদান হালদার এবং আয়ারল্যান্ডের ব্রায়ান কেলি। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা প্লাস্টিক সচেতনতা সম্পর্কে প্ল্যাকার্ড সহ গ্রামের মধ্যে মিছিলে করে। সঙ্গে ছিলেন ক্যালকাটা কানেক্টের বরেন মন্ডল, ইমরান ও আকবর। ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ক্লাবের শুভময় খাঁ, প্রদীপ মন্ডল ও অরবিন্দ মন্ডল প্রমুখ।

# বীরভূম

## নাবালিকা ধর্ষণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বারো বছর বয়সী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাগাতার ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো সিউড়ি হাটজনবাজার এলাকায়। নির্যাতনের পর ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় নির্যাতিতাকে বাড়ির সামনে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। নির্যাতিতা সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত শেখ মিঠু পলাতক। মিঠুর এক সঙ্গীকে আটক করেছে পুলিশ।

## আক্রান্ত বিজেপি নেতারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে বিজেপি নেতাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বিজেপি কিষাণ মোর্চার বীরভূম জেলা সভাপতি শান্তনু মণ্ডল মুন্দিরা গ্রামে বামাপদ পালের বাড়িতে দলীয় মিটিং করতে গেলে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক ঘোষ ও কিশোর মণ্ডল সভা বন্ধ করতে বলে। সভা বন্ধ না করায় সভা সেরে ফেরার পথে বড়তলা গ্রামে বিজেপি নেতা কর্মীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে বাঁশ,লাঠি দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে আবার তৃণমূল পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মারধর করার পাশাপাশি স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। পুলিশকে ফোন করেও সাহায্য পাওয়া যায় নি বলে অভিযোগ বিজেপির। বিজেপি কিষাণ মোর্চার বীরভূম জেলা সভাপতি শান্তনু মণ্ডল,সাধারণ সম্পাদক তাপস ঘোষ,সহসভাপতি গৌতম ব্যানার্জী জখম হয়। সিউড়ি স্বস্তিক নার্সিংহোমে চিকিৎসা করা হয় তাঁদের।

## লকেটের নেতৃত্বে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বীরভূম জেলায় লাগাতার নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ২৩শে জুলাই দুপুরে বিজেপি মহিলা মোর্চা রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিলো বিজেপি মহিলা মোর্চা। সিউড়ি সার্কিট হাউস থেকে একটি র‍্যালি করে এসে পুলিশ সুপার অফিসে ডেপুটেশন দেয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়,সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী,বিজেপি মহিলা মোর্চা মালদহ ও বীরভূম জেলা অবজার্ভার অনামিকা ঘোষ,জেলা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ,সাধারণ সম্পাদিকা সুজাতা ঘোষ,সহসভানেত্রী সোমা কর্মকার,রিক্তা দাস,জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়,সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল,আইটি সেল জেলা ইনচার্জ কৃশানু সিং সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

## দুর্ঘটনায় জখম

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকাল দশটা নাগাদ রাজগ্রাম রেলগেটের কাছে লরিতে হাওয়া দিতে গিয়ে উড়ে গেলো টায়ার। জখম হয় চালক দুলাল শেখ। প্রথমে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। পরে রামপুরহাট স্বাস্থ্য ও জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

## টিনে মৃত্যু বৃদ্ধার

**অভীক মিত্র :** বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়ায় রবিবার বিকালে বানীওড় গ্রামে প্রতিবেশির ঘরের টিন উড়ে চাপা পড়ে জখম হয় এক বৃদ্ধা। গভীররাতে রামপুরহাট হাসপাতালে মৃত্যু হয় ভানু কোনাই নামে ওই বৃদ্ধার। মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের লোকজন শোকার্ত।

## আগুন থেকে রক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কেবলের তার ছিড়ে বড়োসড়ো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো রাজগ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দা কিরণ খান,আব্দুল গফফার, তানজীন খান বলেন, 'নিম্নমানের কেবল তার লাগানোর জন্য বারবার কেবল কাটছে। পাশে খড়ের বাড়ি রয়েছে। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারতো বড়োসড়ো দুর্ঘটনা'।

## ক্ষতিগ্রস্ত বেগুন চাষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো বেগুন চাষ। মাথায় হাত চাষিদের। রাজগ্রামের মিটুল খাঁন,আম্ভুয়া গ্রামের নুরুল বেনা বেগুন চাষ করেছিলো। আম্ভুয়া গ্রামের শানু শেখ বলে, 'এক বিঘা জমির ওপর বেগুন লাগিয়েছিলাম। জমির মালিককে ধান দেব বলেছি। এখন কি করে ধার মেটাবো'?

## বেহাল আন্ডারপাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** একটু বৃষ্টি হলে জল জমে মুরারই থেকে রাজগ্রাম যাওয়ার পথে বাঁশলৈ ঢোকার মুখে রেলসেতুর নীচে আন্ডারপাসে যাতায়াতের সমস্যা হয়। ফলে দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ। দীপঙ্কর চক্রবর্তী,রাজগ্রামের রাইহান রেজা, পাপ্পু ভকত, রাজু ভক্তরা দ্রুত বাঁশলৈ আন্ডারপাস সংস্কারের দাবি জানিয়েছে।

## সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোমবার সকালে রামপুরহাট ভাঁড়শালা সবজিবাজারের নালার পাশে এক সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এক মহিলা। পুলিশ এসে শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে।

## ওসির উর্দি খোলার হুমকি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে বাবুইজোড় গ্রামে তৃণমূলের আদিবাসী সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভা থেকে কাঁকরতলা থানার ওসিকে উর্দি খোলার হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ালো খয়রাশোল ব্লকের তৃণমূল সভাপতি দীপক ঘোষ। ওসিকে বদলি করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৮ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর — প্রণব গুহ
৩০.০৭.২০১৮ — সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৬। বিবিধ।

## ১০০ দিনের কর্মীদের বিক্ষোভ ডায়মন্ড হারবারে

অরিজিত মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার: এদিন ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল দঃ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা এনআরইজিএ প্রকল্পের একশো দিনের কাজের কর্মরত কর্মচারীরা।

এইদিনের আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, ফলতা, মগরাহাট, মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার সহ ৯টি ব্লক ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীবৃন্দরা। শতাধিকেরও বেশি অস্থায়ী কর্মচারীরা এইদিনের আন্দোলনে সামিল হন। শুধু পুরুষরা নয়, মহিলারাও মহকুমার শাসকের অফিসের সামনে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে তাদের ক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কর্মচারীদের ছুটির দিনেও কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয় এবং বেতন বৃদ্ধি নিয়ে বার বার বলা হলেও সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেনি প্রশাসন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এইদিন সকাল থেকে তারা মহকুমার শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

আন্দোলনকারীদের দাবি, একশো দিনের কাজের কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়িকরন, কর্মচারীদের ইপিএফ চালু , বেতন বৃদ্ধি সহ মোট ৭ দফা দাবি নিয়ে এদিন প্রশাসন অফিসে ডেপুটি ম্যাজিস্রেটের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয়। ডেপুটেশন জমা দিলেও আন্দোলনকারীরা এটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, তাদের দাবি যদি প্রশাসন না মানে তাহলে তারা পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন।

## যাত্রী সচেতনতায় রেলপুলিশ

ক্যানিং ঃ রেলযাত্রীদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিল পূর্বরেল। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রতিটি স্টেশনে যাত্রীদের রেল পরিষেবা এবং বিপদে কি করণীয় সে বিষয়ে প্রতিটি স্টেশনে সচেতনতা প্রচার চলছে। রেলে যাতায়াতের সময় যে কোন সমস্যা কিংবা বিপদে ১৮২ নম্বরে ফোন করে সাথে সাথে পরিষেবা পাওয়া যাবে সেই তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিটি স্টেশনে সাধারণ রেলযাত্রীদের সচেতনতা করেন রেলপুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে এমনই এক সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রেল পুলিশের ক্যানিং আউট পোস্টের বিজয় কুমার,সহদেব যাদব,মন্টু চন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সহদেব বাবু বলেন, রেলে যাতায়াতের সময় সাধারণ যাত্রীরা নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হতাশ হয়ে যান। সেই মুহূর্তে যদি ১৮২ নং(টোল ফ্রি)ফোন করে সমস্যার কথা জানায় তাহলে সমস্যা সেই মুহূর্তে সমাধান করা সম্ভব। যাতে করে সাধারণ যাত্রীরা ১৮২ নং সম্পর্কে সচেতন হন সেই উদ্দেশ্যে অমাদের এই প্রচার।

বজবজ স্টেশনে ঝুঁকির পারাপার। ছবি : অরুণ লোধ

## সুন্দরবনে পালিত হল বিশ্ব বাঘ দিবস

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ** নদীনালা,গাছপালার জঙ্গলে ঘেরা রোমহর্ষক পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। দক্ষিণ২৪ পরগনার ১৩টি এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। ৩৫০০ কিমি নদী বাঁধ সহ বিভিন্ন নদীনালা বেষ্টিত ৪০০ প্রজাতির গাছগাছালি সহ বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর বসবাস রহস্যময় ঘেরা সুন্দরবনে। যা সুন্দরবন ছাড়া সারা বিশ্বে বিরল। রহস্যময়ী সুন্দরবনের জঙ্গলে একছত্র ভাবে রাজত্ব করে আসছে পৃথিবী বিখ্যাত হিংস্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়,খাদ্যের সংকট ও মনুষ্যকুলের সৌজন্যে বাঘের উপর অত্যাচারের চাপে সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা নিতান্তভাবে কমে গেছে। আর যাতে করে বাঘের বংশ বৃদ্ধি এবং জঙ্গলে খাদ্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয় তার জন্য সরকারিভাবে চলছে নানান কর্মযজ্ঞ। সুন্দরবনের সেই বিখ্যাত বাঘকে বাঁচানোর তাগিদে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের সজনেখালিতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর সৌজন্যে পালিত হল বিশ্ব বাঘ দিবস। উল্লেখ্য, বিগত ২০১০ সালের ২৯ জুলাই থেকে এই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়ে আসছে সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মুখ্য বনপাল রবিকান্ত সিনহা,পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগ পরিচালন অধিকর্তা ডঃ আর পি সাহানি,অতিরিক্ত মুখ্য বনপাল জীবপরিমণ্ডল সন্দীপ সুন্দরীয়াল,সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প ক্ষেত্র অধিকর্তা নীলাঞ্জন মল্লিক,এস শশী কুমার,এস কুণাল দিভাল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের অধিকর্তা তৃপ্তি সাহা,দীপক এম সহ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা,স্কুল ছাত্র–ছাত্রীরা । অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মাধ্যমিক,উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিশ্ব বাঘ দিবস মঞ্চ থেকে। এছাড়াও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মীদের বাঘ বাঁচানো,মধু সংগ্রহকারী দলকে উদ্ধার করা সহ সুন্দরবন রক্ষার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য ও বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে সুন্দরবন নিয়ে সুন্দরবন নোট নামক একটি বইও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘ ছাড়া যেমন অন্য কিছুই বোঝায় না, ঠিক তেমনই বাঘকে বাঁচানোর তাগিদে জঙ্গল লাগোয়া সুন্দরবনবাসী সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বাসিন্দাদের কর্তব্য ও কি করণীয় সেই সম্পর্কিত আলোচনা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। স্থানীয় বাসিন্দার যাতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সাথে সর্বদা সহযোগিতা করেন তার আবেদনও করেন প্রধান মুখ্য বনপাল রবিকান্ত সিনহা।

## মাংসের দোকানে নজরদারি নেই

প্রথম পাতার পর

পুরসংস্থায় প্রাণী চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম থাকায় এ বিষয়ে নিত্য নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি প্রাণী চিকিৎসক অর্থাৎ ভেটেনারি অফিসার নিযুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর প্রাণী চিকিৎসক মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনে'র মাধ্যমে নেওয়া হচ্ছে। যাতে আগামী দিনে কলকাতার সমস্ত মাংসের দোকানগুলিতে আরও বেশি করে নজরদারি করা সম্ভব হয়।

প্রকাশ্যে মুরগি কাটা সত্যিই একটা দৃষ্টিদূষণ। এজন্য মহানাগরিকের মাধ্যমে একটি প্রস্তাব তৈরি করেছি বলে জানান অতীনবাবু। প্রকাশ্যে মুরগি কাটা ও খাসির মাংস প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে কাটা অর্থাৎ 'স্লটিং' করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আগের বাম পুর বোর্ড কলকাতায় স্লটার হাউসের সংখ্যা বাড়ানোর পরিবর্তে কমিয়ে দেয়। তৃণমূল পুর বোর্ড দায়িত্ব নিয়ে এই হাউস বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতি পুর বাজারে একটি করে 'মিনি স্লটার হাউস' তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ৫ টি তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। এবং রাজ্য সরকার অর্থ বন্দোবস্ত করার সমর্থ হয়েছে।

অতীনবাবু বলেন, আমরা নিশ্চিত আগ্রহী এক বছরের মধ্যে এটা করা গেলে প্রকাশ্যে পাঁঠা ও মুরগি কাটা বন্ধ করতে পারব।

District Co–ordinator & Assistant District Co–ordinator for Sanitation required

South 24 Parganas Zilla Parishad will engage personnels at District Level on purely contract and temporary basis,

For details visit s24pgs.gov.in

Last date of submission of application: 09–08–2018 (till 3.00 p.m.)

By Order
Executive Officer
South 24 Parganas Zilla Parishad

১৪০০/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৩.০৮.২০১৮

# ঝাপসা নাগরিকত্ব

প্রথম পাতার পর

রাজনীতি শুধু কালক্ষেপ করে সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে আদালতকে। খোঁজা শুরু হয়েছে প্রকৃত অসমীয়াদের। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চকে ভিত্তি তারিখ ধরে বেরলো খসড়া তালিকা। দেখা গেল ৪০ লক্ষ অসমবাসীর নাম নেই তালিকায়। সংখ্যাটা ভোটের রাজনীতিতে এতো লোভনীয় যে শোরগোল শুরু করেছেন রাজনৈতিক নেতা–নেত্রীরা। কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন, কিন্তু দীর্ঘ এই সমস্যার সমাধানে কেউই উদ্যোগী হন নি এর আগে।

এখন প্রশ্ন প্রবেশকারীরা বৈধ না অবৈধ। ভূমিপুত্ররা তাকে গ্রহণ করছেন, না করছেন না। এখানেই আটকে গিয়েছে অসমের নাগরিকত্বের জট। রাজনীতিকদের ভণ্ডামির সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে যারা ঢুকল এখন তাদের বৈধ কাগজপত্র না চেয়ে তখনই অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থা করলে অসমবাসীর মাথায় এই সর্বনাশ নেমে আসত না। আসলে এদেশের রাজনীতি ভাঙনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জাতিতত্ত্বে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন রাজনীতিকরাই। ১৯৭১–এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর ফলে যারা ঘর ছাড়া হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন তাদের কথা কেউ ভাবে না। দেশ ভাগের পর এদেশে চলে আসা উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় জীবনকাহিনীর কথা আমাদের অজানা নয়।

অসমে কিন্তু উদ্বাস্তু সমস্যার চেয়েও প্রকট হয়েছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা। ৭১–য়ের পর যারা ঢুকেছে তাদের মানবাধিকার রক্ষা করার সিদ্ধান্ত একটা আন্তর্জাতিক বিষয়। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। তাই অনেক হয়েছে। এবার রাজনীতিকরা চুপ করুন। মানবাধিকারের হাঁড়িকাঠে আর অসমীয়াদের বলি দিতে উদ্যোগী হবেন না। বরং সীমান্ত পেরিয়ে যাতে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করুন। সেটাই হবে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ।

# ব্যাঙ্ক হ্যাকিং

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ফোনে মেসেজ পান, ৩৮,৩৮৭ টাকা তার অ্যাকাউন্ট থেকে হ্যাক করা হয়েছে। তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, বিড়লাপুর ফাঁড়ি, সিআইডিতে জানিয়েছেন। কিন্তু দুমাস হতে চললো টাকা ফেরত পাননি। সূত্রের খবর, কলকাতার জোনাল অফিস থেকে এক প্রতারিত গ্রাহককে জানানো হয়েছে, তারা হ্যাকারদের চিহ্নিত করতে পেরেছেন। শীঘ্রই তাঁর টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই গ্রাহক প্রতিবেদককে জানান, দেখুন আমি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি, তাই বেশি কিছু বলতে পারব না।

স্থানীয় একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে বিড়লাপুর এলাকারই একটা চক্র এই টাকা আত্মসাৎ চক্রান্তে লিপ্ত। তবে পূর্বের ম্যানেজার পৃথ্বিশ দাসকে জেরা করার প্রয়োজন আছে বলে অনেক প্রতারিত গ্রাহক দাবি করছেন। বর্তমান ম্যানেজার সুশীলবাবু বিরক্ত ভাবে বলেন, ১২ বছরের চাকরি জীবনে এমন শাখা দেখিনি। কাজ করব কি? লোক শুধু এই ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসছে।

সকলের প্রশ্ন কলকাতার মানুষের টাকা আত্মসাৎ হলে সবাই নড়েচড়ে বসে, গ্রামীণ এলাকার ব্যাপারে প্রশাসন নীরব কেন?

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF FOOD & SUPPLIES
OFFICE OF THE DISTRICT CONTROLLER (F&), SOUTH 24 PARGANAS
New Admn. Bldg., 7th. Floor, Alipore, Kolkata–700027
Ph. No.: (033)245795882
Fax no.: (033)245795882

ADVERTISEMENT

Application are invited from the intending Self Help Groups/ Registered Co–Operative Societies/Semi Government bodies/ individuals group of individuals as an entity for filling up the resultant vacancy of M.R. Distributorship at Mouza–Ganeshpur, Block–Kakdwip, P.O.+P.S.–Kakdwip, Dist.–South 24 Parganas. If the applicant be individual(s), he/she/they should be permanent resident of the concern district. While selecting suitable candidate for offering distributorship licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & CVontrol) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women self Help groups.

For further details, contact the office of the District Controller, Food & Suppliers, South 24 Parganas, New Administrative Buildings, 7th. floor, Alipore, Kolkata–700027.

Last date of submission of application in prescribed proforma 23.08.2018 till 4:00 p.m.

Sd/–
District Controller, (F&S),
South 24 Pgs

১৩৯৯/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৩.০৮.২০১৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন অধিকার এবং কৃষিজ বিপণন দপ্তরের অধীন সুফল বাংলা প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে ফল, সবজী সংরক্ষনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

**স্থান :** কৃষিজ বিপণন আধিকারিক (প্রশিক্ষণ ও সংরক্ষণ–এর) কেন্দ্র, তিওয়ারি ভবন, অরূপ ভদ্র সরণি, সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন – ৭০০ ১৪৪

**প্রথম প্রশিক্ষণ :** ১৩/০৮/২০১৮ থেকে ১৮/০৮/২০১৮ পর্যন্ত (সর্বাধিক ২০ জন)

**দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ :** ২০/০৮/২০১৮ থেকে ২৫/০৮/২০১৮ পর্যন্ত (সর্বাধিক ২০ জন)

উপরিউক্ত প্রশিক্ষণের আবেদন পত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ : ০৭/০৮/২০১৮

**যোগ্যতা :** ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা – মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (কৃষিজ বিপণন দপ্তরের প্রাক্তন সফল ছাত্র–ছাত্রী/ব্লক প্রশিক্ষণের সফল ছাত্র–ছাত্রী/সুফলবাংলা নিবন্ধিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য–সদস্যারা ও কৃষিজ উৎপাদক সংস্থার সদস্য–সদস্যারা শুধুমাত্র আবেদনের যোগ্য)

**ন্যূনতম বয়স :** ১৮ বছর (বয়সের কোন উর্দ্ধসীমা নেই)

প্রার্থী বাছাই মনোনয়নের তারিখ : ০৯/০৮/২০১৮

১৩৭৭/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০১.০৮.২০১৮

NIT NO. **01/2018–19**/AMOTC/BARUIPUR Date : **27.07.2018**

The Office of the Agricultural Marketing Officer (Training & Canning), Baruipur, South 24–Parganas (Office Address : Tiwari Bhavan, Subuddhipur, Arup Bhadra Sarani, Baruipur, Kolkata– 700 144), is inviting sealed tender from reputed suppliers/manufacturers/organizations/persons for the works namely supply of machineries, equipments & utensils etc in relating to training on Food Processing & Preservation under Sufal Bangla Project. Necessary information in this regards may collect from the office of the undersigned. Last date of submission of Tender is 06.08.2018 up to 1 pm.

Dibyendu Chaudhury
Agricultural Marketing Officer
(Training & Canning),
Baruipur, South 24 Parganas

১৩৭৭/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০১.০৮.২০১৮

# মহানগরে

## পুজোর আগেই খুলতে পারে নিউ মার্কেটের পার্কিং প্লাজা

**আলিপুর বার্তার খবরের জের**

**বরুণ মণ্ডল :** ২০০৭–এর ২০ এপ্রিল শতাধিক বছর অতিক্রান্ত মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেটের সম্মুখভাগের আঙিনায় কলকাতা পুরসংস্থা ও সিমপ্লেক্স প্রজেক্টস লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম অটোমেটিক আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্ক–প্লাজা 'সিমপার্ক' দীর্ঘ দিন যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারণ অগ্নিকাণ্ড। নির্মাণের পর বোঝা গেল অগ্নি–নির্বাপণ দফতরের নিয়ম মেনে এই পার্কিং–প্লাজা গড়ে ওঠেনি। সেজন্যই অগ্নিকাণ্ড। যার দায়িত্বে এই পার্ক প্লাজা গড়ে ওঠে তিনি হলেন তৎকালীন মেয়র তথা সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় গত বছর আগস্টে বলেছিলেন, পুজোর আগেই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই পার্কিং প্লাজা খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ একবছর অতিক্রান্ত ২০১৮–র আগস্টেও পার্ক–প্লাজার শাটার বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুনের আলিপুর বার্তায় এই বন্ধ পার্কিং প্লাজা নিয়ে বাম পুরবোর্ডের কীর্তি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। সিমপ্লেক্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বাম পুরকর্তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কিভাবে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পুরবোর্ড তাও তুলে ধরা হয় ওই প্রতিবেদনে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তৎপরতায় ইতিমধ্যেই অগ্নি নির্বাপন দফতরে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে। তাদের নির্দেশ মতো 'স্মোক–ডিরেক্টর', 'স্পিংলার', 'অটো–পাবলিক–অ্যাডভাইজার সিস্টেম', 'ফায়ার প্রুফ' কাঁচের প্রাচীর দরজা, অগ্নি জনিত করণে নির্গত ধোঁয়া পরিনির্গমণের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা পুরসভাকে করতে হবে। এগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই টেন্ডারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ বাবুর অতিরিক্ত এক প্রশ্নে বলেন, একটা নির্দিষ্ট দিন বলুন, কবে এই পার্ক প্লাজা খুলবেন? জবাবে দেবাশিসবাবু বলেন, যা বললাম সেটা যদি না হয়, তখন আপনি পরবর্তী সময়ে আমায় বলবেন।

গতি আসে। পার্কিং প্লাজা খোলার উদ্যোগে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীন পুরপ্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়ের প্রশ্ন, মহানাগরিক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনও রকম উদ্যোগ পুরসংস্থা থেকে নেওয়া হচ্ছে কী? এ বিষয়ে পুর কার পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের বক্তব্য, হ্যাঁ, যেটা আমরা বলেছিলাম বর্তমানে আমরা সেই অবস্থাতেই আছি। যাতে এ বছরের পুজোর আগে ওই পার্ক প্লাজা খুলে দেওয়া যায় সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।

## ভারত শ্রীলঙ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগকারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শ্রীলঙ্কা কনভেনশন ব্যুরোর চেয়ারম্যান কুমার ডি সিলভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বলেন, ভারত শ্রীলঙ্কার পর্যটনে এক অগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। গতবছরে প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ মানুষ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল। অনুমান করা যাচ্ছে এ বছর ৪ লক্ষ ভারতীয় শ্রীলঙ্কা ভ্রমণে যাবে। তবে বেশিরভাগই মুম্বাই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর এবং চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। তিনি বলেন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের গাঁটছড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্সের

কান্ট্রি ম্যানেজার ললিত পিয়ারিস বলেন, কলকাতা থেকে কলম্বোয় সপ্তাহে ৩ দিন সরাসরি বিমানে যুক্ত। তবে পুজোর সময়ে বিমান বাড়ানো হয়। তিনি বলেন এবছর কলকাতা থেকে আনুমানিক ২০ হাজার ভ্রমণপিপাসুরা শ্রীলঙ্কায় পাড়ি দিতে পারেন। কলম্বো এবং কলকাতার বিমানে প্রায় ৭৫ ভাগ জায়গায় মানুষজন আরামপ্রদ ভাবে যেতে পারেন। তবে তারা চেষ্টা করছেন পূর্বভারতেও তাদের পরিষেবা আরও বাড়ানোর জন্য। এমসিসিআইয়ের সভাপতি রমেশ আগরওয়াল বলেন, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাড়ছে এমসিসিআইয়ের সূত্রে এবং কলম্বোয় ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে তিনি তার স্বাগত ভাষণে আরও বলেন শ্রীলঙ্কা সার্ক অন্তর্ভূক্ত দেশের মধ্যে ভারতের সঙ্গে ব্যবসার এক বৃহত্তম সঙ্গী। সরাসরি বিনোগ করা হয় ভারত থেকে। ২০১৭–১৮ সালে প্রায় ১৬.২৪ শতাংশ ব্যবসা বেড়েছে এবং রফতানি বেড়েছে ১৪.৩৯শতাংশ ও আমদানি বেড়েছে ২৮.০৩ শতাংশ। ভারত অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজন। ২০০৩ সাল থেকে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউএসডি বিনিয়োগ করেছে ভারত। নতুন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে পাইপ লাইন কোম্পানি ও অন্যান্যরা।

বোধি নিধি ওয়েলফেয়ার কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং আইসিসিআর–এর সহযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্যালারিতে 'বুদ্ধ অ্যান্ড পিস' শীর্ষক তিনদিনের এক আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ২৯ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। ২১ জন চিত্রকরের আঁকা বুদ্ধের ছবির সম্ভার নিয়ে সুসজ্জিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল বিবি কলেজের প্রাক্তণ প্রফেসর রমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলকাতায় জাপানের কনসুল জেনারেল মাসাইকি টাগা, আইসিসিআর–এর রিজিওন্যাল ডিরেক্টর গৌতম দে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের শিক্ষা অধিকর্তা ড. সায়ন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

## রাজ্যের ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে এক বৈঠকের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপেরেন্সি) অ্যাক্ট–২০১৭' গঠনের ঘোষণা করেন।

বিলটি পাশ হয় মার্চের শুরুতেই। বেসরকারি হাসপাতালগুলি পরম্পরায় সময় সুযোগ মতো সাধারণ মানুষকে হয়রান করে চলেছে। কর্তব্যের অবহেলার কারণে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর জন্য বে–সরকারি হাসপাতালের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। এই হাসপাতালগুলির অস্বাভাবিক বিলিং–এর প্রবণতা আটকাতে নানাবিধ শর্ত আরোপ করেছে। তাতে কী বলা রয়েছে—

১) পথ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অ্যাসিড হামলার শিকার হওয়া মানুষ এবং রেপ ভিক্টিমদের চিকিৎসা হাসপাতালগুলিকে অবিলম্বে শুরু করতে হবে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করার সামর্থ থাক বা না থাক। তার পরে সেই অর্থ রোগীর পরিবারের কাছ থেকে সময় সুযোগ মতো ওই বেসরকারি হাসপাতাল আদায় করে নিতে পারবে।

(২) বিল না মেটানোর জন্য মৃতদেহ আটকে রাখা যাবে না।

(৩) রোগীকে ছুটি দেওয়ার সময় ডিসচার্জ সামারির সঙ্গে চিকিৎসার সমস্ত নথি বিশদ বিবরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

(৪) হাসপাতালগুলিকে বিভিন্ন চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দিতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই যেন রোগীকে তার অতিরিক্ত মূল্য বহন করতে না হয়।

(৫) ১০০–র বেশি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে 'ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ ও ডায়গনস্টিক সেন্টার' থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) প্রতিষ্ঠার সময় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে বা অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা নিয়েছে এমন হাসপাতাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২০ শতাংশ রোগীকে আউটডোর পরিষেবা এবং ১০ শতাংশ রোগীকে ইনডোর পরিষেবা দিতে বাধ্য থাকবে।

(৭) ব্রেন ডেথ হয়ে গেলেও কোনও রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হবে কী না– তা নিয়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নিতে হবে।

(৮) নিতান্ত প্রয়োজন না হলে একই পরীক্ষা যেন একজন রোগীর ক্ষেত্রে বারবার করানো না হয়।

(৯) চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই যেন কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়।

(১০) কোনও পরিস্থিতিতেই একজন রোগীকে যেন জীবনদায়ী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা না হয়।

২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষে এ বিভাগের জন্য যোজনাখাতে ৩২৯৯ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়। সেখানে ২০১৮–'১৯ অর্থবর্ষে ৮,৭৭০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## শারদীয়ার রক্তদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সারা বছরই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছে, এসবের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মূলক কাজের অন্যতম রক্তদান শিবিরটি তারা আয়োজন করেছিল গত ২৯ জুলাই ২০১৮ (রবিবার), রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান (শিশুমঙ্গল) এ। একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন – এই কথাকে সামনে রেখে, পঞ্চম বর্ষের এই রক্তদান উৎসবে প্রায় চল্লিশ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন । রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের রক্তদানের সংখ্যাটা ছিল চোখে পড়ার মতন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের মহারাজ স্বামী গুণময়ানন্দ এই রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করেন। শারদীয়ার পক্ষে জয়ন্ত মণ্ডল সকল রক্তদাতা ও সহযোগী সদস্যদের ধন্যবাদ জানান, ও বলেন আড়ম্বর ছাড়া – কোনও উপহার ছাড়া বছরের পর বছর শুধু মুমূর্ষু মানুষের পাঁশে দাড়াতে আমাদের এই রক্তদান উৎসব আমরা অনুষ্ঠিত করে চলেছি।

## পশ্চিমবঙ্গে পাট উপাদনের পরিমাণ ১৩৭১.৩ মেট্রিক টন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই) গত দু'বছরে ১৯০ কোটি টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার পাটের গাঁট সংগ্রহ করেছে। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন দেশের ৩৯ হাজার পাট চাষী। অন্যদিকে, ২০১৮–১৯ এবং ২০১৯–২০ অর্থবর্ষে পাট সংগ্রহের জন্য জেসিআই–এর অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় টামটা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে পাট সংগ্রহের জন্য

২০১৪–১৫ থেকে শুরু করে পরবর্তী মোট চারটি অর্থ বছরের জন্য ২০৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী টামটা জানান যে কাঁচা পাটের বাজার মূল্য যখন অনেকটাই নেমে আসে, তখন জেসিআই–এর মাধ্যমে কাঁচা পাট সংগ্রহ করা হয় সরকারি নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে।

শ্রী টামটা প্রসঙ্গত জানান যে পশ্চিমবঙ্গে ২০১৭–১৮ এবং ২০১৮–১৯ অর্থ বছরে মোট পাট উপাদিত হয়েছে যথাক্রমে ১১০৪.৮ এবং ২৬৬.৫ মেট্রিক টন। এছা।ও, উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাট সংগৃহীত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ও।শা, অসম, ছত্তিশগ। ও ত্রিপুরা থেকে।

পাট আমদানি–রপ্তানির একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী জানান যে ২০১৫–১৬, ২০১৬–১৭ এবং ২০১৭–১৮ অর্থ বছরে দেশে পাটজাত পণ্য আমদানি করা হয়েছিল যথাক্রমে ১২৫৭, ৯৩১ এবং ১১৬৯ কোটি টাকার। অন্যদিকে ঐ তিনটি অর্থ বছরে ভারত থেকে পাট রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল যথাক্রমে ১৮৯২, ২০৭৪ এবং ২১৫৯ কোটি টাকা।

## বর্ষাকে সামনে রেখে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি আনাজের

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** এবছর চলতি মরসুমের বৃষ্টিপাত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ধানচাষিদের ক্ষেত্রে ব্যাপক আশার আলো জাগিয়েছে। অন্যদিকে আবার প্রমাদ গুণতে শুরু করেছে গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন আনাজ ও সবজি চাষিরা। এই সময়ের আনাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি। এছাড়াও গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন শাক–সবজির সঙ্গে কাঁচা লংকা তো আছেই। চলতি বর্ষায় এসব ফসলগুলির ক্ষেত্রে ক্ষতির একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে জেলার সবজি ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিমত। এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা হর্টিকালচারের ডেপুটি ডিরেক্টর হৃষিকেশ খাঁড়া বলেন, 'এখন স্টোরিং ও প্রসেসিং ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে আলুর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমেছে। যেমন টমেটো, গাজর, লঙ্কা ইত্যাদি। এছাড়া বাঁধাকপি ও ফুলকপি শীতকালীন ফসল হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে অসময়ে চাষ হওয়ার কারণে গ্রীষ্মকালেও এগুলিকে বাজারে পাওয়া যায় তুলনামূলক কম দামে।' চলতি বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি ও মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রসঙ্গে হৃষিকেশবাবু

বলেন, অতিবৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং গাছের গোড়ায় জল জমলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যাহত হয়। এ কারণে উৎপাদনশীলতা কমে, ফলন কমে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে। কেননা বাইরে থেকে যোগান ঠিকমতো না এলে দাম বাড়বে। বর্ষাকালে মানুষের শরীরের মতোই গাছেদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রোগ জীবাণুর প্রভাব বিস্তার করে। নিচু জমিগুলিতে চাষ হওয়ার কারণে বেশি বর্ষায় সেখানে জল জমে। ফলে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছগুলি নষ্ট হয়ে যায়।' প্রসঙ্গত, তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি উদাহরণ তুলে ধরেন বলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন লাগোয়া বেশ একটা বড় অংশে লঙ্কা চাষ হয়। যেগুলি নিচু জমি।

একারণে বেশি বৃষ্টি হলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, পেঁপে সহ কুমড়ো জাতীয় ফসল যেমন পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি ফসলগুলিও এভাবেই রোগক্রান্ত হয়।' তিনি আরও বলেন, জেলার কোথাও কোথাও কিছু বেশি বৃষ্টি হয়েছে বটে। কিন্তু বাজারে ফসলের আকাল দেখা দেওয়া বা মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার মতো বাস্তব পরিস্থিতি সে জায়গায় আসেনি। এছাড়াও এখন কুমড়ো জাতীয় অর্থাৎ লতিয়ে চলা ফসলগুলি অধিকাংশই মাচায় হয়। তবে অনেক সময় গাছের গোড়ায় জল জমে রোগাক্রান্ত হয়ে গাছের মৃত্যু ঘটে। একারণে জল জমলে নালা কেটে তা বের করে দিতে হবে এবং ছত্রাক নাশক ওষুধ দু–তিন দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।' হৃষিকেশবাবু আরও বলেন, এই মুহূর্তে বাজারে যে দাম বাড়ছে, এর সঙ্গে চাষিদের কোনও সম্পর্ক নেই। এর জন্য দায়ী ফড়ে সম্প্রদায়। এরাই কমদামে কৃষকদের থেকে ফসলগুলি কিনে সেগুলি বেশি দামে পাইকারি বিক্রি করে কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। কেননা মূল্যবৃদ্ধির মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। এখনও পর্যন্ত বর্ষার যা পরিমাণ তা স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে।'

# দেশ–দেশান্তরে

## সংযোগ ও যোগাযোগ বিশ্বের বৃহত্তম হ্যাকাথন মুভ হ্যাক'

দেশে ভবিষ্যতের উপযোগী এক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সিঙ্গাপুর সরকারের সহযোগিতায় মুভ হ্যাক' নামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক হ্যাকাথন কর্মসূচির সূচনা করেছে নীতি আয়োগ। দশটি থিমকে অবলম্বন করে এবং অনলাইন, ফলোড বাই সিঙ্গাপুর লেগ ও নয়াদিল্লিতে অন্তিম পর্যায়ের ফাইনাল বা চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই হ্যাকাথন অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক হ্যাকাথনগুলির ক্ষেত্রে এটি হল এক বৃহত্তম প্রচেষ্টা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিবহণ এবং সংযোগ ও যোগাযোগ হল একুশ শতকের উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির এক সম্ভাবনাময় চালিকাশক্তি। উদ্ভাবন প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক মডেল বা আদর্শ পন্থাপদ্ধতিগুলি বিশ্বের পরিবহণ ক্ষেত্রে এক নাটকীয় রূপান্তর সম্ভব করে তোলার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পায়ে চলা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পরিবহণ তথা জন–পরিবহণ। পণ্য পরিবহণের বিষয়টিও যুক্ত এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে। শহর ও গ্রাম–জীবনে এর প্রভাব ও তাপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে মুভ হ্যাক' এক উদ্ভাবন–ভিত্তিক গতিশীল দিশার সন্ধান দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। হ্যাকাথন অভিযানটির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। প্রথমটি হল, জাস্ট কোড ইট'। এর লক্ষ্য হল পণ্য, প্রযুক্তি, সফ্‌টওয়্যার এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করা। অন্যদিকে, জাস্ট সল্‌ভ ইট' হল উদ্ভাবনমূলক এক বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা যা প্রযুক্তির সাহায্যে সংযোগ ও যোগাযোগ পরিকাঠামোর আমূল রূপান্তর সম্ভব করে তুলবে।

মুভ হ্যাক'–এ অংশগ্রহণ করতে পারবে বিশ্বের যে কোন দেশের নাগরিক। https://www.movehack.gov.in–এ গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন পেশের ভিত্তিতে শীর্ষ ৩০টি দলকে দু'দিনের জন্য (১ ও ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮) সিঙ্গাপুর সফরের সুযোগ দেওয়া হবে। তাদের নেতৃত্ব ও শিক্ষাদানের দায়িত্বে থাকবেন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা। নকশা তৈরি ও উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, প্রযুক্তিগত সমাধান, গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও বিপণনের ক্ষেত্রে টিমগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হবে বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে। সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ২০টি দলকে এ বছর ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ফাইনাল রাউন্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

বিজয়ীদের নাম ঘোষিত হবে এ বছর ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় মুভ সামিট, ২০১৮'তে (http://movesummit.in)। এর উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শীর্ষ স্থান অধিকারী দশটি টিমকে পুরস্কৃত করা হবে। মোট পুরস্কার মূল্য ২ কোটি টাকারও বেশি।

এই হ্যাকাথনের উদ্যোগ–আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হ্যাকার আর্থ' এবং ন্যাসকম। বিচারকমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করবেন বাণিজ্য ও শিল্প জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। যাঁরা ইতিমধ্যেই বিচারকের দায়িত্ব পালনে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছেন তাঁরা হলেন দেবযানী ঘোষ (প্রেসিডেন্ট ন্যাসকম), নিভৃতি রাই (ইন্টেল ইন্ডিয়ার প্রধান), মিঃ ডেনিস ওঙ্গ (বিশিষ্ট স্থপতি এবং ভেরিজোন–এর আর্কিটেকচার অ্যান্ড সিস্টেম্‌স ইঞ্জিনিয়ারিং–এর প্রধান) এবং মিঃ পি আনন্দন (সিইও, ওয়াধানি এআই)।

মুভ হ্যাক'–এর সূচনাকালে নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত বলেন, মুভ হ্যাক' হল বিশ্বের প্রথম একটি মঞ্চ যা সরকারি ও বেসরকারি পরিবহণ, সড়সক নিরাপত্তা, বহুমুখী সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নতুন যুগের উপযোগী প্রযুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মুভ হ্যাক' সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও বিশদ বিবরণের জন্য https://www.movehack.gov.in – এই ওয়েবসাইটটিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

## সাংবাদিকদের সুরক্ষা

দেশের সাংবাদিক সহ প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার আইনগত সংস্থানগুলির আওতায় রয়েছেন সাংবাদিকরাও।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য পেশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির জানান যে, পুলিশ এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদের আওতায় রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।

আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে বলে আহির এদিন রাজ্যসভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে গত বছর বিশে অক্টোবর সবক'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের www.mha.gov.in – এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

## সার প্রকল্পের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা

হিন্দুস্তান উর্বরক ও রসায়ন লিমিটেডের (এইচইউআরএল) গোরক্ষপুর, সিন্দ্রি এবং বারাউনি সার প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সার দপ্তরকে সুদমুক্ত ঋণের যোগান দেওয়ার অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির এক বৈঠকে গত ১ আগস্ট, ২০১৮ স্থির হয়েছে যে ওই তিনটি প্রকল্পের জন্য যথাক্রমে ৪২২ কোটি ২৮ লক্ষ, ৪১৫ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং ৪১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা দিতে পারবে কেন্দ্রীয় সার দপ্তর। সুদমুক্ত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১,২৫৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির নির্মাণ কাজেই এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

বৈঠকে আরও স্থির হয়েছে যে প্রকল্পগুলির নির্মাণ চলাকালে প্রথম তিন বছরের জন্য এই সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হবে যা ১১ বছর ধরে পরিশোধযোগ্য। তবে, যে তিন বছর ধরে এই ঋণের যোগান দেওয়া হবে, সেই সময়কালটি ঋণ পরিশোধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

# মাঙ্গলিকী

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে জন্মদিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৫ জুলাই বুধবার ছিল কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। লেখকের 'গণদেবতা' উপন্যাস প্রকাশের ৭৫ বছর। তারাশঙ্করের বাড়ি যারা অধিগ্রহণ করেছেন সেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর ছিল ১২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে তারাশঙ্করের বাড়িতে উদযাপিত হল তাঁর জন্মদিন। 'কলকাতা নাগরিক সম্মেলন' আয়োজিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন। একে একে বক্তব্য রাখলেন লেখক অমর মিত্র, লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নবকল্লোল পত্রিকার সম্পাদিকা রূপা মজুমদার, অমরনাথ মিত্রের পুত্র অভিজিৎ মিত্র, পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবারের তরফের দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রারম্ভিক ভাষণে আজকের অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে দারুণ বক্তব্য রাখলেন তারাশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অপরাজিতা সাহা। তারাশঙ্কর রচিত সাহিত্যের চিত্ররূপ থেকে গাইলেন গান বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কার ঘোষ। কুমুদিনী স্কুলের শিক্ষিকারা ও ছাত্রীরা এসেছিলেন। আরও অনেকের মধ্যে এসেছিলেন জগন্নাথ বসু, অসিত বসু, মিত্র ঘোষ প্রকাশনা সংস্থার ইন্দ্রাণী রায় প্রমুখ।

## বীরভূমে তারাশঙ্করের জন্মদিন

**অভীক মিত্র :** পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি এবং 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র সহযোগিতায় গত ৮ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বুধবার লাভপুরের 'ধাত্রীদেবতা'য় লাভপুরের ভূমিপুত্র সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২১তম জন্মদিবস পালিত হল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাহিত্যিক জয়া মিত্র। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কার্তিক দাস বাউল। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক জয়া মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব গৌতম গাঙ্গুলী, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের নাতি অমলশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, মৎস্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক সমাজসেবী অভিজিৎ সিনহা, বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভময় মিত্র, বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, বোলপুর মহকুমা আধিকারিক অভ্র অধিকারী, লাভপুর ব্লকের বিডিও শুভ্র দাস, লাভপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক সুকুমার চন্দ্র, 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'–র সদস্য সমাজসেবী তরুণ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা। 'ধাত্রীদেবতা' সংরক্ষণে রাজ্য সরকার প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। 'হাসুঁলি বাঁক' দেখার জন্য কয়েক ফুট উচুঁ ওয়াচ টাওয়ার তৈরির দাবি জানানো হয়। দুপুরে ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে নিরামিষ খাবার পায়েস, মিষ্টি সহযোগে আপ্যায়িত করা হয়। তারপর হয় সাহিত্য সভা। ফুল্লরা প্রেক্ষাগৃহে 'জলসাঘর' ছায়াছবি দেখানো হয়। বিকালে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'–র উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় 'রসকলি'। নিপূণ শব্দের ব্যবহারে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে দক্ষতার সাথে সঞ্চালনা করেন 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'–র কর্নধার তথা দেড়িয়াপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

## ৮৪তে ত্রিসপ্তক কর্ণধার ঋষিণ মিত্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা, 'ত্রিসপ্তক' কর্ণধার ঋষিণ মিত্র'র ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে

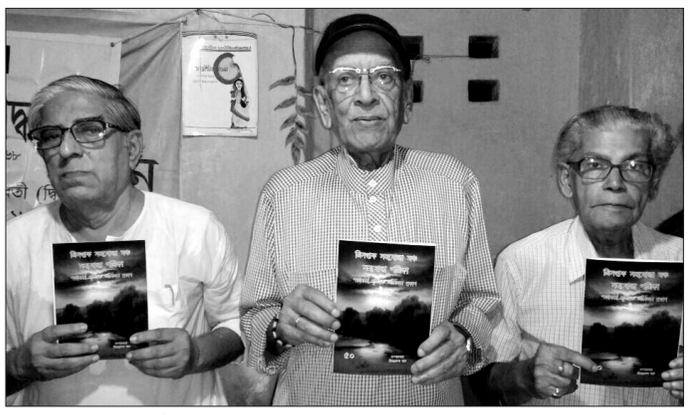

পত্রিকা ভবনে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৮ই জুলাই। প্রধান অতিথি ছিলেন 'স্বর শ্রুতি আবৃত্তি আকাদেমি'র কর্ণধার, ময়না কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ পারভীন বানু। ঋষিণ মিত্র'র নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত অনাড়ম্বর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ পারভীন বানু, নিত্যানন্দ দাস, স্বপন পাল, সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল পণ্ডিত প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশনে দক্ষতার পরিচয় দেন চুঁচুড়ার প্রখ্যাত আবৃত্তি সংস্থা 'খেয়া'র শিক্ষিকা তথা কবি লেখা চট্টোপাধ্যায়। কবিতাপাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে অমর কুমার দাস, ঝুনু ভৌমিক, সুজিত নস্কর, কৃষ্ণা কুণ্ডু কয়াল, রবিন কুমার দাস, সুদীপা সাহা, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম কল্পতরু, অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল।

দূরভাসে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষিণ মিত্র'র হাতে পত্রিকার পক্ষ থেকে ব্যাগ উপহার তুলে দেওয়া হয়। বর্ষীয়ান কবি অমর কুমার দাশ সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো তাঁর স্বরচিত কবিতা সকলকে উপহার দেন। সবশেষে সকলকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করা হয়। সঞ্চালনায় স্বপন পাল।

**সংযোজন :** শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র আমাদের সংগঠনের 'আপনজন'। আমাদের পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তরুণ ভূষণ গুহর কাছের মানুষ ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী মিত্র আমাদের বিবেক নিকেতন আশ্রমে ২৩শে জানুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। ২০১৬ সালে অহীন্দ্র মঞ্চে পত্রিকার ৫০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আমাদের এই 'আপন জন'–এর ৮৪তম জন্মবর্ষে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই। ভালো থাকুন। ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের মাধ্যমে বাংলা ভাষার অবমাননার বিরুদ্দে আপনার সংগ্রাম চালিয়ে যান– আপনার সংগঠনের মিডিয়া পার্টনার রইল ৫৩ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান

**শ্রেয়সী ঘোষ :** গত ২৫ জুলাই বুধবার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল সভাকক্ষে। বিকেল ৪টায় শুরু হল এই অনুষ্ঠান। প্রারম্ভিক ভাষণ দিলেন পরিষৎ–এর বর্তমান সম্পাদক ড. রতন কুমার নন্দী। বক্তব্য রাখলেন অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাস, অধ্যাপক তরুণ নাথল, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, অধ্যাপক শামিন আহমেদ। প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মারক বক্তৃতা দিলেন পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন বড়কর্তা অমিয় সামন্ত। বিষয় ছিল সন্ত্রাসবাদ। তিনি সুনিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের ছবিটি তুলে ধরলেন। শ্রোতাদের সামনে বক্তার পরিচয় পর্ব তুলে ধরনেল পরিষৎ–এর বর্তমান সভাপতি নির্মল নাগ। বক্তাদের শুরুতে নানা রকেমর উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান গত এক বছরে বই বা পত্রিকা পরিষৎকে প্রদান করেছেন তাঁদের নাম ঘোষিত হয়। বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আজকের অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতা পর্বের পর সঙ্গীতের আসর। সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ থেকে কয়েকটি গান গেয়ে শোনালেন। যার মধ্যে ছিল, 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' (আরোগ্য নিকেতন), 'বৃন্দাবন বিলাসিনী' (রাইকমল), 'এসেছি আমি এসেছি' (হার মানা হার)। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। দীর্ঘক্ষণের এই সভা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার গুরু দায়িত্ব সুন্দরভাবে সামলেছেন অভিজিৎ ঘোষ।

# তিনি ছিলেন একজন মজার মানুষ

**অভিনেতা ও গায়ক কিশোর কুমার এখনও কিংবদন্তী। মজার অভিনয়ে মন কাড়ত কিশোর কুমার গাঙ্গুলী। তাঁর বহু জনপ্রিয় বাংলাগানের শ্রষ্ঠা ছিলেন গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুবছর তিনি তাঁর বোম্বের বাড়িতে গিয়ে সময় কাটিয়েছেন। তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, জেনেছেন। সেই শিবদাসদার মুখেই শুনেছি কিশোরকুমারকে নিয়ে নানান মজার কাহিনী। সেইসব শোনা মজার কথাকে একটি ছোট মালায় গেঁথেছেন অভিমন্যু দাশ**

গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি বেঁচে থাকলে আজ বয়স হতো ৯০ বছর। তিনি মানে কিশোরকুমারের কথা বলছি। তিনি স্বশরীরে এই জগতে নেই ঠিক কথা। কিন্তু তিনি সব সময় বিরাজমান আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তিনি হলেন প্রকৃত ভার্সাটাইল সিঙ্গার। শুধু গায়ক নন, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ অভিনেতা। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন একজন রসিক মানুষ। তাঁর রসবোধের পরিচয় তাঁর গান ও অভিনয়ের মধ্যে সব সময় ফুটে উঠত। তাঁকে ঘিরে নানান মজাদার গল্প তৈরি হয়েছে। কিশোরকুমারের বহু জনপ্রিয় বাংলাগানের শ্রষ্ঠা ছিলেন গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুবছর তিনি তাঁর বোম্বের বাড়িতে গিয়ে সময় কাটিয়েছেন। তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, জেনেছেন। সেই শিবদাসদার মুখেই শুনেছি কিশোরকুমারকে নিয়ে নানান মজার কাহিনী। সেইসব শোনা মজার কথাকে একটি ছোট মালায় গেঁথে জন্মদিনে এই মহান শিল্পীর প্রতি স্মৃতিতর্পণ করার একটি চেষ্টা করলাম।

কিশোরকুমার আর অমিতকুমারের সম্পর্ক ছিল ঠিক বন্ধুর মতো। 'প্রান্তে তু ষোড়ষে বর্ষে'... এই সংস্কৃত প্রবচনের সার্থক প্রয়োগ ঘটতে দেখেছি কিশোরদার আর অমিতের ক্ষেত্রে। বাপ বেটা যেন দুই বন্ধু। সব ক্ষেত্রে না হলেও গানের ক্ষেত্রে অবশ্যই। বাবার সম্মতি ছাড়া কখনোই কোনও গান অমিত রেকর্ডিং করতো না। কিশোর কুমারের চরিত্রের একটা বড় গুণ ছিলা গীতিকারদের খুব সম্মান করতেন। একবার অমিতের সুরে কিশোরদা পুজোর গান করবেন। উনি সব সময় চাইতেন রেকর্ডিংয়ের সময় গীতিকারকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ গানের কথার যথার্থ উচ্চারণ, যথার্থ আবেগ, প্রয়োগ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা কেবল গীতিকারই ভাল বলতে পারবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার মতো ক্ষুদ্র গীতিকারের মুম্বই যাত্রা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা খুবই প্রয়োজন বম্বের শিল্পীরা সবসময় গানের লেখককে কবি রূপে সম্বোধন করবেন। এটাই তাদের রীতি। তাই কিশোরদার ডাকে সব কাজ ফেলে বম্বে চলে যেতাম। আসলে মানুষটিকে বাইরে থেকে দেখলে একরকম লাগতো। আর তাঁর সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশলে অন্যরকম লাগতো। মনে হতো স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের সঙ্গে বসবাস করছি। সত্যিই তিনি ছিলেন রাজা। গানের রাজা, সুরের রাজা, অভিনয়ের রাজা, প্রেমের রাজা আর সবশেষে মনের রাজা, মন উজার করে ভালবাসার রাজা। গানের রাজা, সুরের রাজা বা অভিনয়ের রাজা কিশোরকুমার সম্পর্কে কমবেশি অনেকেই জানেন কিন্তু প্রেমের রাজা কিশোরকুমারকে ভালোভাবে জানেন তারাই যারা তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যে সৌভাগ্যটা আমার তাঁর সঙ্গে মিশে হয়েছিল। গানের রেকর্ডিং না থাকলে, আবার কখনো ক্যান্সেল করে দিয়ে বাড়ি চলে আসতেন শুধু গল্প গুজব করার লোভে। বহু দিন তাঁর সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নানান গল্প করেছি। সেই থেকেই উপলব্ধি হয়েছে কিশোরকুমার বড় তৃষ্ণার্ত–সংসার সুখের জন্য

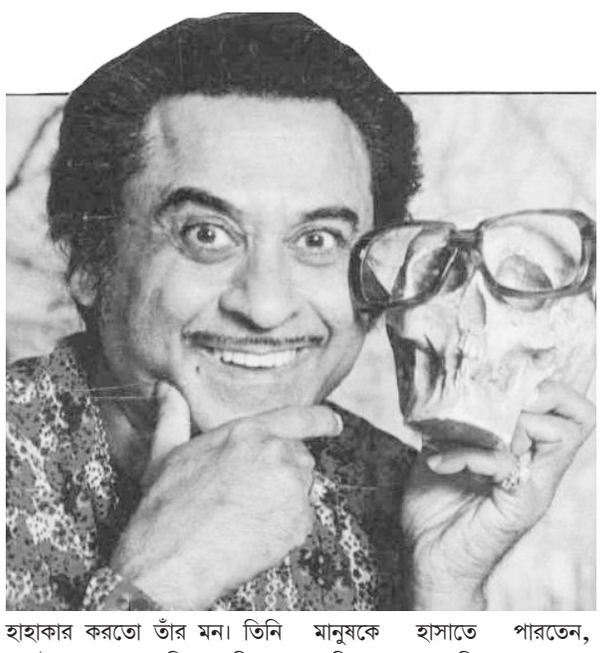

হাহাকার করতো তাঁর মন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি চেয়েছিলাম সামান্য কিছু এত চাইনি। চেয়েছিলাম ছোট্ট সংসার স্ত্রী সন্তান আর হ্যাঁ একটা ছোট লালিপপ কুকুর। আর তাঁর এই সামান্য চাওয়াটাকে পাওয়া দিয়ে ভরাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। সারা জীবন তাঁর পিছু ছাড়ে নি। মহিলাদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি কখনোই প্রবঞ্চক বা চরিত্রহীন নন। তিনি সবসময় একটা সুইট হোম চেয়েছিলেন। আর সেটা সুইট ওয়াইফ ছাড়া হয় না। আর তাই নিয়ে যত গণ্ডগোল। প্রেমের পথের পথিক ভালোবাসার বুভুক্ষা কিশোরকুমারের জীবনে বিষন্ন হৃদয়ে শরতের মুক্ত বাতাস নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর চতুর্থ স্ত্রী লীনা চন্দ্রভারকার। যাঁকে পেয়ে কিশোরদার সুইট হোমের চাহিদা কিছুটা পূর্ণ হয়েছিল।

রসিক কিশোরকুমার সম্পর্কে কোনও কথা না বললে তাঁর সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। আমারই লেখা কিশোরদার কণ্ঠে পুজোর একটি জনপ্রিয় গান, ''নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী''– পিছনে মজার কাহিনী আছে। কিশোরদা প্রায়ই বলতেন, ইংরেজ ব্যাটাদের বদমায়েশীর বহরটা একবার দেখুন। তোরা তোদের সুবিধা মতো সবার পদবী বদলে দিলি যেমন, 'বন্দ্যোপাধ্যায়কে' করলি 'ব্যানার্জী', 'মুখোপাধ্যায়'কে করলি 'মুখার্জি' আর গঙ্গোপাধ্যায়'কে করলি 'গ্যাংগুলি'? কেন ব্যানার্জি, মুখার্জি, চ্যাটার্জির মতো গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্যাংগার্জি করতে পারলি না? তাঁর নির্দেশেই এই গানটিতে আমি একটি লাইন যোগ করেছিলাম– ''আমি ব্যানার্জি নই, মুখার্জি নই, গ্যাংগার্জি নই আমি কিশোরকুমার গ্যাংগার্জি।'' মানুষটির মাথায় কতো দুষ্টুবুদ্ধি ছিল, কতখানি হিউমারিস্ট ছিলেন। মানুষকে হাসাতে পারতেন, হাসিয়ে আনন্দ দিতে পারতেন। অন্য কোনও গায়কের মধ্যে এমন সংবেদনশীলতা, ভদ্রজনোচিত রসিকতা এবং উইট দেখিনি।''

কিশোরকুমার সম্পর্কে শিবদাস মুখে এইরকম আরও অনেক অজস্র গল্প শুনেছি। যা নিয়ে লিখতে বসলে একটা বিরাট উপন্যাস লেখা হয়ে যাবে। ব্যক্তি কিশোরকুমার নিজেই মিথ হয়ে বসে আছেন। ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিখ্যাত গায়ক বাদকরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন, হয়তো চিরকালের জন্যে চিরদিনের জন্যে শিরোনাম হয়ে থাকতে পারবেন, কিন্তু কোনওরকমভাবেই 'মিথ' তৈরি করতে পারেন নি বা পারবেনও না। কিশোরকুমার এই বিষয়ে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। মৃত্যুর ৩০ বছর পরও তাঁর গান আজও একইভাবে জনপ্রিয়। ৮ থেকে ৮০ সকলের মনের মধ্যে একইরকমভাবে জনপ্রিয়।

## তৃতীয় ব্রিকস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ছবি ভারতের নিউটন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে গত ২২–২৭শে জুলাই পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ডারবান চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি তৃতীয় ব্রিকস চলচ্চিত্র উৎসব হল। উৎসবের শেষ দিনটি ভারতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। এরপর পুরস্কার প্রদান ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তৃতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জয়ী ভারতীয় সিনেমাগুলির মধ্যে রয়েছে –

সেরা অভিনেতা : বনিতা দাস (ভিলেজ রকস্টার)

সেরা ছবি : অমিত মাসুরকারের

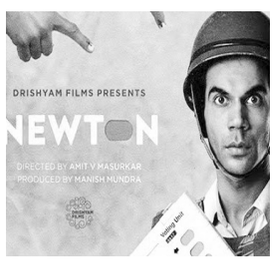


নিউটন'

বিশেষ বিচারকমণ্ডলী পুরস্কার : রিমা দাসের ভিলেজ রকস্টার'

চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে নিউটন' ও ভিলেজ রকস্টার' ছবি দুটি দেখানো হয়। প্রতিযোগিতা বহির্ভূত বিভাগে সন্দীপ পাম্পপাল্লির সিনজর' এবং জয়ারাজের ভানায়াকাম' ছবি দেখানো হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিশ্বমানের সিনেমাগুলিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্র নির্মাণে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে উৎসাহ দেওয়াই এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পূর্ব–পশ্চিম বিষয়ক যুগ্ম সচিব তথা জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মনোজ কুমার পিঙ্গুয়া।

## চলে গেলেন বাসবী নন্দী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উত্তমকুমারের বিপরীতে যাঁরা নায়িকার ভূমিকায় থাকতেন এক এক করে তাঁরা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। সুপ্রিয়া দেবী গেলেন। সুমিতা সান্যাল গেলেন। ললিতা চট্টোপাধ্যায় গেলেন। গত ২২ জুলাই রবিবার আরেক নায়িকা প্রয়াত হলেন। তিনি বাসবী নন্দী। সখের চোর ছবিতে তিনি উত্তমের বিপরীতে। রোদন ভরা বসন্ত ছবিতে তিনি উত্তমের বিপরীতে। বনপলাশীর পদাবলী ছবিতে তিনি উত্তমের স্ত্রীর চরিত্রে এমন দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন যে সে বছর বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর স্মরণীয় ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, মৃতের মর্তে আগমন, কাঞ্চনমূল্য, অভয়া ও শ্রীকান্ত, রাজা রামমোহন, বাঘিনী, আমি সে ও সখা, সেই চোখ, দুই বেচারা প্রভৃতি। পেশাদারী মঞ্চেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন। সেই তালিকায় আছে তাপসী, একক দশক শতক, আমি মন্ত্রী হব, শ্রীমতী ভয়ঙ্করী, প্রজাপতি, জজ সাহেব, দম্পতি, দর্পণে শরৎশশী প্রভৃতি নাটকগুলি। গান শিখেছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ও উৎপলা সেনের কাছে। কয়েকটি গানের রেকর্ড আছে তার। শিল্পী মৃত্যুতে আমরা জানাই শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

# খেলার দুনিয়ায় শোরগোল ফেলছে পিছিয়ে পড়া অংশের খেলোয়াড়রাও

**রূপম জানা**

সাধারণভাবে একটা কথা আমাদের সমাজে চলে থাকে যে ক্রিকেট, টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ডস-স্নুকার হল তথাকথিত বড়লোকদের খেলা। আর সবার কাছে সর্বজনীন ফুটবল হল একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের খেলা। এর বাইরের হকি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এসব হল মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাডমিন্টনকে যেমন অনেকে শীতকালীন ক্রীড়ার তালিকায় ফেলে দিতে ভালোবাসে। অথচ এই ব্যাডমিন্টন জগতকে হাজার ভোল্টের আলোয় আলোকিত করেছেন ত্রিপুরার খুব সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা দীপা কর্মকার। ফুটবলে এরকম উহাদরণ অবশ্য ভুরিভুরি। তবে ক্রিকেট যে শুধুমাত্র বড়লোকদের খেলা নয় এই প্রবাদ কিন্তু ভেঙেছেন কপিল দেবের মতো বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। এরপর ছোট শহর থেকে উঠে আসা ধোনিও দেখিয়েছেন বিশ্বজয় করার জন্য শুধুমাত্র বড় শহর বা ধনদৌলত লাগে না, বুকের খাঁচাটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখন তো ক্রিকেটে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যাঁরা উঠে এসেছেন রীতিমতো দরিদ্র পরিবার থেকে। অ্যাথলেটিকসে দীপা কর্মকার, পিটি উষা, সাইনি আব্রাহামরা রয়েছেন। পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন সাইনা নেহওয়াল, মেরি কম'রা।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা কর্মকার নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি। অলিম্পিক্সের আসর শেষ হওয়ার পরে পরেই যে পুনরায় অনুশীলনে মগ্ন হয়ে ওঠে তার অভীষ্ঠ কতটা স্থির তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলে দিতে হবে না। কোনও প্রাথমিক পরিকাঠামো ছাড়াই লক্ষ্যের এতটা কাছে কিভাবে পৌঁছে যাওয়া যায় তা বোধহয় দীপাকে দেখে শিখতে হবে সকলকেই। এই প্রতিনিয়ত যারা অভিযোগের সুরে বলে থাকেন এটা নেই, ওটা নেই তাদের শিখতেই হবে দীপার থেকে। আগরতলার মেয়ের এই অসামান্য তিতীক্ষা সর্বস্তরের মানুষের কাছেই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুরি মেরে সরিয়ে কিভাবে নিজের জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় তাও জানতে হবে এই বঙ্গ নারীর থেকেই। এই দীপাকে দেখে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে বাঙালিও লড়াই করতে পারে। শেষ না দেখে সে ছাড়ে না। এই করেই না সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছিল মাতঙ্গনী হাজরা। দীপা যেন সেই বিপ্লবের মন্ত্রেই দীক্ষিত। যে জিদ তার মধ্যে বেড়ে উঠছে তা সাধারণ কোনও মেয়ের মধ্যে চট করে পাওয়া যাবে না। পিটি উষার সঙ্গেও তার বড় মিল। বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে খেলাধুলায় পিছিয়ে থাকা শহর থেকে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে।

তাও উষা যেভাবে সরকারি সাহায্য বা পরিকাঠামো পেয়েছিল তার লেশমাত্র জোটেনি দীপার ভাগ্যে। তাও তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 'সুখী গৃহকোণ' থেকে বেড়ে উঠলেই বড় হওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বড় রকমের সাধনার। যা সকলের কাছেই রীতিমতো পুলকের বিষয়।

হয়তো দেখা যাবে দীপার এই অসামান্য লড়াই আগামীতে সেলুলয়েড বন্দি হচ্ছে কোনও বড় পরিচালকের হাত ধরে। তার কোচ বিশেশ্বর নন্দীর প্রশিক্ষণের মন্ত্রও এতে স্থান পাবে। তবে একটা দিক স্পষ্ট দীপা কর্মকার কোনও আপাদমস্তক সফল পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা নারী নন। তিনি এক যোদ্ধা। অভিযোজনের সূত্র মেনে যিনি হরদম লড়াই করে চলেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। এই লড়াই অলিম্পিক্সের আসরে মোটেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং সবেমাত্র তার শিখা প্রজ্বল্যমানতা লাভ করেছে।

যার অনতিদূর স্পর্শ ছুঁয়ে যেতে চাইছে আসন্ন সেই সকালকে যেদিন বিশ্বজোড়া অ্যাথলিট মহলে ভারতবর্ষও একটা নাম হয়ে উঠবে। দীপা যে কাজটা শুরু করলেন আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তা পুরো দেশকে একটা আলাদা আসন দিয়েছে, করে তুলেছে কুলীন। এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন। দীপার পাশাপাশি এমন হাজারো, লক্ষ দীপা প্রতিনিয়ত অপেক্ষায় রয়েছেন অন্ধকার ঠেলে প্রদীপের প্রজ্জ্বলতায় ঢেকে যেতে।

# বিরাটের ব্যাটিং আর অশ্বিনের ভেলকি জয়ের আশা দেখাচ্ছে ভারতকে

**রূপম জানা**

কেন তিনি বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান তা ফের বুঝিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। একইসঙ্গে ভারতকে লড়াইয়ের জায়গায় রেখেও দিলেন তিনি। ২২৫ বলে যেভাবে কর্তৃত্ব নিয়ে কোহলি ১৪৯ রান করলেন তাতে আধিপত্যের ছাপ স্পষ্ট। অথচ কোহলি যেখানে এক কুম্ভ হয়ে দেশকে ভদ্রস্থ জায়গায় নিয়ে গেলেন সেখানে ২০-র ওপর রান করতে বাকি ব্যাটসম্যানরা ভিরমি খেলেন। ৪ বছর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁর ব্যর্থতা নিয়ে যারা কথা বলছিলেন তাদের থোতা মুখ পুরো ভোতা করে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের এই মেগা স্টার। দক্ষিণ আফ্রিকার পর ইংল্যান্ডের সুইংয়ের ছোবল সামলে যেভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন তা বুঝিয়ে দিল আগামী দিনে বহু রেকর্ড ভাঙতে চলেছে তাঁর হাতে। শচীনেরও যে এইরকম কর্তৃত্ব ছিল না এমনটাও বলছেন ক্রিকেট সমালোচকরা।

দল গঠন নিয়ে যাবতীয় সমস্যা সামলে যেভাবে ঘুরে দাঁড়াল কোহলি ব্রিগেড তা নিশ্চিতভাবে তারিফযোগ্য। তাও প্রধান অস্ত্রকে ছাড়া। টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বড় ধাক্কা নিশ্চিতভাবে দলের এক নম্বর সুইং বোলার ভুবনেশ্বর কুমারের চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া। সে জায়গায় খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা করে নিয়েছেন দাম্পত্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলার মহম্মদ সামি আহমেদ। সেই সামির দুর্ধর্ষ বোলিং আর রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দুরন্ত স্পিন অ্যাটাকে জর্জরিত হয়ে ওঠে ইংল্যান্ড। অধিনায়ক রুট ও বেয়ারস্টো রুখে না দাঁড়ালে অনেক অল্প রানেই গুটিয়ে যেত ইংরেজ বাহিনী।

নিজের দেশের মাটিতে ইংরেজদের এই ধাক্কা দিতে পারাটা গোটা সিরিজের ইউএসপি হয়ে উঠল টিম ইন্ডিয়ার জন্য। এরপর বাকি কাজটা একার হাতে তুলে নিলেন ভারত অধিনায়ক স্বয়ং। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও শুরুটা এত সহজ হয় নি। যত সিরিজ গড়িয়েছে ততটাই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে ভারতের আক্রমণ। এখানে আবার প্রথম থেকেই ইংল্যান্ডকে চাপে ফেলা গিয়েছে। স্মরণকালে কোনও ইংলিশ সিরিজ এতটা আধিপত্য নিয়ে শুরু করতে দেখা যায় নি ভারতকে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় প্লাস পয়েন্ট। এমনিতে টি-২০ সিরিজ জয় দিয়ে আরম্ভ করলেও সীমিত ওভারের লড়াইয়ে ইংল্যান্ড হারিয়েছে ভারতকে। সুতরাং টেস্ট সিরিজ ঘরে তোলা ভারতের কাছে বড় পরীক্ষা উঠেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের সাফল্য প্রমাণ করছে বিশ্বসেরা তারা এমনি নয়। নিজেদের পারফরমেন্স দিয়ে এই জায়গা অর্জন করেছে টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ব্রিটিশ ভূমিতে ভারতের পারফরমেন্স মোটেই বলার মতো নয়। বিশেষ করে শেষ ১০-১২ বছরে। দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে ২০০৭-এ ২ ম্যাচের সিরিজ ভারত জিতেছিল ১-০ ব্যবধানে। এরপর ২০১১ ও ২০১৪ তে ইংল্যান্ড থেকে ফিরতে হয়েছিল খালি হাতে। ২০১৪ তে মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্যাপ্টেনশিপে ৪ ম্যাচের সিরিজে ভারতকে হারতে হয়েছিল ১-৩ ফলে। স্বভাবতই এবার ইংল্যান্ড থেকে সিরিজ জিতে ঘরে ফেরা বড় চ্যালেঞ্জ টিম বিরাটের কাছে। প্রসঙ্গত, অধিনায়ক হিসেবে কোহলির এটাই প্রথম ইংল্যান্ড সফর। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মাটিতে কামাল করলেও ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের হারানো এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে এখন জোরকদমে। যাকে কেন্দ্র করে নবোদ্যমে ঝাঁপাতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। পেস সহায়ক ইংরেজ উইকেটেও ভালো স্পিন বোলারের যে কোনও বিকল্প থাকে না, তাও সাফ বোঝাচ্ছেন অশ্বিন। পাশাপাশি, বিরাটের মতো দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান যাঁদের লাইন আপে তারা তো যে কোনও আক্রমণকে সামলে নিতে পারে।

ইশান্ত শর্মা, উমেশ যাদবদের সঙ্গে সামির লাইন আপন ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের কতটা ভয় দেখাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ভুবির না থাকাটা নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি ভারতীয় দলের জন্য। স্পিন অ্যাটাকে ভারতীয় দলের ভরসা যে ত্রয়ী তাঁরা অবশ্য কোনও অংশে কম যান না। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবরা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রঙ পালটে দিতে পারেন। যদিও এই সিরিজে অশ্বিন অস্ত্রেই শান দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। ব্যাটিংয়ে ভারতীয় দলের ভরসা যথারীতি শিখর ধাওয়ান, স্বয়ং অধিনায়ক কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে ও মুরলী বিজয়। কে এল রাহুলের নামটাও এদের সঙ্গে রাখতে হবে। ঋদ্ধিমান সাহার চোট থাকায় এই সিরিজে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো সামিল হয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। তাঁর সঙ্গে স্কোয়াডে রয়েছেন প্রতিশ্রুতিমান উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ। যদিও জিমি অ্যান্ডারসন ও স্টুয়ার্ট ব্রডদের বোলিংকে ভোঁতা করে টিম ইন্ডিয়া কিভাবে তাদের ইনিংস গড়ে তুলতে পারে চোখ ছিল সেদিকেও।

ভারত যে এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে এক নম্বর দল শুধু নয়, অপ্রতিরোধ্যও বটে। তাই টিম কোহলির পক্ষে বিশ্বকাপ না জেতাটাই বড় অঘটন হবে। ১৯৮৩-র পর ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ পাওয়ার জন্য। যুগের পর যুগ অপেক্ষা করা নিশ্চিতভাবে মেনে নেবেন না ভারতীয় ক্রিকেট টিমের নতুন প্রজন্ম। মাহির কৃতিত্বে ভাগীদার হতে চাইবেন বিরাটও।

সেদিক থেকেও এই ইংল্যান্ড সফর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে কামাল করতে পারলে বিশ্বকাপ জয়ের দিকে অনেক কদম এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। আর একবার ইংল্যান্ডের মাটি থেকে যে জয়ের ধারা চালু করতে পেরেছে ভারত তা বজায় রাখাটাই মূল কাজ হয়ে উঠবে বিরাট বাহিনীর জন্য।

আইরিশ বধের মধ্যে দিয়ে যে মরসুম শুরু হয়েছে তা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে ইংরেজদের কফিনে আরও পেরেক পুঁততে পারলে।

# প্রবল বৃষ্টিতে পণ্ড কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচ

## বৃষ্টি ভাবাচ্ছে লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে

**পার্থ নাগ :** প্রবল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচ। এই ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয়েছিল টালিগঞ্জ অগ্রগামীর। ২ মিনিটে টালিগঞ্জের আত্মঘাতী গোলে ১-০ এগিয়েও যায় লাল-হলুদ বাহিনী। যদিও খেলার ২৫ মিনিটে তা শোধ করে দেয় টালিগঞ্জ। এমতাবস্থায় যখন চূড়ান্ত নাটক তৈরির দিকে এগোচ্ছে ম্যাচ ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে বরুণ দেবের। প্রবল বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় খেলা। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন রেফারি। তবে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট খুশি হতে পারেন একটা দিক থেকে। সেটা হল তাদের সেনেগালি তারকা কাশিম আদিয়ারার দুরন্ত পারফরমেন্সে। অল্প সময়ের মধ্যেই টাচ ও স্কিলের সমন্বয় নিজের জাত চেনাতে সক্ষম হয়েছেন ভারতের মাটিতে এই নবাগত আফ্রিকান। জানা গিয়েছে, লিগের শেষ পর্যায়ে এই ম্যাচটি হবে।

এদিকে মরসুমের প্রথমেই মাঠের এই অবস্থায় হতাশ ফুটবল সমর্থকরা। এরমধ্যে আবার ৫ আগস্ট, রবিবার মাঠে নামবে মোহনবাগান। তাদের প্রতিপক্ষ নবাব ভট্টাচার্যের পাঠচক্র। কিন্তু ফের যদি প্রবল বৃষ্টি ধেয়ে আসে তাহলে সেই ম্যাচ আবার পণ্ড হয়ে যাবে না। ফলে প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ছে কলকাতার বড় টিমের মাঠ ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া, বরাবরই ভরা বর্ষায় কলকাতা লিগ অনুষ্ঠিত হয়। মহমেডান মাঠ বরাবর খাটালের আকার নিলেও মোহন-ইস্ট-এর মাঠে প্রবল বৃষ্টিতেও খেলা চলতে দেখা গিয়েছে। এবার কলকাতা লিগের শুরুতেই এই বেহাল কেন স্বাভাবিকভাবে তা নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধছে। তাও বেশ কয়েকবছর ময়দানে নিজেদের মাঠে খেলতে পারছে মোহন-ইস্ট। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি মাঠ তৈরিতে সেভাবে জোর দেওয়া হয় নি। করা হয় নি ঠিকঠাক নজরদারি। মোহনবাগান-পাঠচক্র ম্যাচের দিন আবারও বৃষ্টির ভ্রুকুটি তাই থেকেই যাচ্ছে। ম্যাচ শেষ করাও বড় দায়িত্ব সংগঠকদের।

# ফুটবল প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্ষাকালে কাদা ভর্তি মাঠে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ফুটবল খেলার আনন্দই ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এক আলাদা মাত্রা সংযোজন করে - একথা বলাই যায়। বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে রক্তদান শিবির ও ফুটবল প্রতিযোগিতা ক্রমাগত বাড়ছে। স্বাধীনতা দিবসে ১৫ আগস্ট জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবল প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি রক্তের আকাল মেটাতে জেলাজুড়ে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রক্তদান শিবির। নলহাটির আশীর্বাদ লজে ৬ জুলাই ভারতকেশরী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নলহাটির বিশিষ্ট চিকিৎসক মদনলাল চৌধুরী, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শ্যামাপদ মণ্ডল, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক ধ্রুব সাহা, বীরভূম জেলা সম্পাদক গোবিন্দ সাহু, সদস্য বিদ্যুৎ সাহু, হেমন্ত ঘোষ, কৃষ্ণ দাস,বিষ্ণু লেট সহ বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকরা। রক্তদাতাদের টিফিন এবং দেওয়াল ঘড়ি দেওয়া হয়। মোট ৮২জন রক্ত দেন বলে জানান বিজেপি যুব মোর্চার বীরভূম জেলা সম্পাদক গোবিন্দ সাহু। রামপুরহাট কামারপট্টি বিজেপি পার্টি অফিসে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শ্যামাপদ মণ্ডল, বীরভূম জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল, সম্পাদিকা শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, বিপ্লব নাগ, বীরু সর্দার সহ বিজেপি নেতা-কর্মী সমর্থকরা। বীরভূম জেলাজুড়ে রক্তদান শিবির ও ফুটবল প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়ায় খুশি জেলাবাসী।

# পদক জয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ২০১৮'র কমনওয়েলথ গেমসের টেবিল টেনিসে পদক জয়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিজয়ী খেলোয়াড়রা নতুন দিল্লির সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখানোর জন্য পদক জয়ীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। দেশের বিভিন্ন ছোট শহর থেকে ক্রীড়া নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটার বিষয়টির উল্লেখ করে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, তথ্যসম্প্রচার এবং ক্রীড়া দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী কর্নেল রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর উপস্থিত ছিলেন।

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়টস অ্যাপ অ্যাকাউন্টে
কারণ আপনারাই এখন
**'অ্যাপস রিপোর্টার'**
চিঠি মেলের দিন শেষ
এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর **৯০৬২২০১৯০৫**

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com